হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে

আপত্তি খণ্ডন।

"গৃহ-চিকিৎসা," "জ্বর-চিকিৎসা," "নর-শারীরতত্ত্ব"
প্রভৃতি প্রণেতা

ডাক্তার

শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী

প্রণীত।

কলিকাতা, ১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা
লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ৵৹ তিন আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি হোমিওপ্যাথি মত বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা আশাতীত। হোমিওপ্যাথি মতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই হোমিওপ্যাথির পরম শত্রু। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি কি জানেন না, তাঁহারাই হোমিওপ্যাথি মত প্রচারের পক্ষে বিশেষ বাধা দিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথি মত সম্বন্ধে সাধারণের অনেক বিষয়ে অনেক ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভ্রম সকল সংশোধন করিয়া হোমিওপ্যাথি মত দেশ মধ্যে বহুল প্রচার এবং সাধারণ কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথি মতের আদর বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য এই পুস্তক কর্ত্তৃক কতদূর সংসাধিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। যদ্যপি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে একজন ব্যক্তিরও হোমিওপ্যাথি মত কি জানিবার জন্য ঔৎসুক্য এবং এই চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তি জন্মে, তাহা হইলে আমি পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
১লা জানুয়ারি, ১৮৮৮।

শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।

ঔষধের মূল্যের হার।

	১ড্রাম	২ড্রাম	৪ড্রাম	১আউন্স
অমিশ্র মূল আরক (মাদার)	।৶৹	॥৶৹	১৲	১॥৹
ক্রম (ডাইলুশন				
১হইতে ১২ পর্য্যন্ত	।৹	।৶৹	॥৶৹	১৲
১২ হইতে ৩০পর্য্যন্ত	।৶৹	॥৹	৸৹	১।৹
২০০ পর্য্যন্ত	১৲	১॥৹	২॥৹	৪৲
চূর্ণ (ট্রাইটুরেশন)				
১ হইতে ৬ পর্য্যন্ত	॥৹	৸৹	১।৹	২৲

ঔষধপূর্ণ বাক্সের তালিকা।

শিশির সংখ্যা		১ড্রাম শিশির মূল্য		২ড্রাম শিশির মূল্য
১২	...	৪।৹	.	৫৸৹
১৮	...	৫।৶৹	...	৮৶৹
২৪	...	৮৶৹	..	১১৲
৩০	...	৯৲	...	১৩।৹
৩৬	..	১১।৶৹	...	১৩॥৶৹
৪৮	...	১৪॥৹	...	২১।৹
৬০	...	১৭৸৹	...	২৪৸৹
৮৪	...	২৩৸৹	...	৩৬।৹

হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে

আপত্তি খণ্ডন

"Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider"—LORD BACON

যাঁহারা হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে তর্ক ও ইহার যাথার্থ্য ও উপকারিতা অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই হোমিও-প্যাথি কি তাহা অবগত নহেন। না জানিয়া শুনিয়া ও বিনা অনুসন্ধানে মতামত প্রকাশ করা দূষণীয়। এইরূপ মতামত প্রকাশ বিজ্ঞানসম্মত নহে। হোমিওপ্যাথির নাম ও ইহার উপকারিতা শুনিয়া যাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, জগতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই; এককালে তাড়িৎ দ্বারা সংবাদ বহন, বাষ্পবলে লৌহশকট সঞ্চালন অত্যাশ্চর্য্য ও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইত। শ্যামদেশাধি-পতি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জলের উপর দিয়া সৈন্য সামন্ত ও গজ অশ্বাদির গমনাগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিতেন না। এক সময়ে আমরা যাহা আশ্চর্য্য ও অসম্ভব দেখি, আর এক সময়ে তাহা এত সামান্য বলিয়া বোধ হয় যে, উহা প্রথমে কেন আশ্চর্য্য বোধ হইত বলিয়া মনে মনে আক্ষেপ জন্মে।

যাঁহারা অভ্রমান্ধচিত্তে হোমিওপ্যাথির মূল সত্য অনু-সন্ধিৎসু হইয়া গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা ইহার উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা কোন মতের সত্যাসত্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগেরই নিকট তর্ক দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগেরই জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। আর যাঁহারা বিনা অনুসন্ধানে কেবল নিন্দা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমরা শত হস্ত দূর হইতে অভিবাদন করি। যাঁহারা তর্ক করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিয়া যুক্তি দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিব। আমরা নিম্নে একে একে হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি-গুলি উল্লেখ ও তাহার খণ্ডনকারী উত্তরসকল সন্নিবেশিত করি-তেছি। ইহা হইতে চিন্তাশীলপাঠক ও শিক্ষার্থীগণ আপত্তি সকলের অযৌক্তিকতা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এবং আরও দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এই আপত্তিগুলি উত্থা-পন করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, অথবা কোন সন্ধান রাখেন না।

১। হোমিওপ্যাথি কিছুই নহে।—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়া তর্ক করিতে বসেন, তাঁহারা প্রায়ই বিনা অনুসন্ধানে ইহা বলিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত এমন একটী লোকেরও নাম শুনা যায় নাই, যিনি ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানের পর ইহার বিপক্ষে কিছু বলিতে বা লিখিতে পারিয়াছেন। ইহার বিপক্ষে কিছু বলা দূরে থাকুক, তিনি নিজেই ইহার গভীর তত্ত্বের উজ্জ্বল আলোক সন্দর্শনে পুলকিত ও স্তম্ভিত হইয়া এই নূতন মত অবলম্বন করিয়াছেন। এত-

দ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে, যিনি ইহার তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াছেন, তিনি ইহার শ্রেষ্ঠতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

আরও এক কথা। একজন তার্কিক, তর্ক ও যুক্তি বলে, একটী মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়া জগতে প্রচার করিতে পারে; কিন্তু যাহা নিত্য ঘটনা, প্রত্যহ যাহা শত শত রোগীর পক্ষে সপ্রমাণিত হইতেছে, তাহা কিরূপে কিছুই নহে বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিব? মিথ্যা মত জগতে কত দিন থাকিতে পারে? যদি হোমিওপ্যাথি মত মিথ্যা বা কিছুই নহে হইত, তাহা হইলে ইহা দিন দিন কখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত না, দেশ বিদেশে পৃথিবীর অতি দূরতম স্থানে প্রচারিত হইতে পারিত না, নিত্য নিত্য নূতন নূতন পণ্ডিতদিগকে ইহা নিজ দলমধ্যে আনয়ন করিতে পারিত না। সত্য, দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রোথিত, মিথ্যা, বালির উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় কয়দিন তিষ্ঠিবে?

হোমিওপ্যাথি যে কিছুই নহে, তাহার প্রধান উদাহরণ টীকা। টীকা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য কি? বসন্ত রোগের বীজ সুস্থদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া শরীরকে ঐ রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। ইহা কি হোমিওপ্যাথি নহে? টীকা দেওয়ার উপকারিতা কি আজও জগৎকে তর্ক দ্বারা বুঝাইতে হইবে? হোমিওপ্যাথি যে কিছুই নহে, তাহার দৃষ্টান্তস্থলে, বহুবিধ রোগে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল-গণনা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, হোমিওপ্যাথি হইতে বেশী রোগ আরোগ্য হইয়াছে কিনা। এই পুস্তকের শেষাংশে এই তুলনা সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

২। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কিছুই হয় না, কেবল বিশ্বাসে রোগ ভাল হয়।—যদি তিক্ত ও তীব্র ঔষধ অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করা অপেক্ষা কেবল মাত্র বিশ্বাসে রোগ আরোগ্য হয়, তবে তাহা মন্দ কি? যদি সামান্য একটু মনের বিশ্বাসে কঠিন রোগের ভীষণ যন্ত্রণা ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তবে কেন নীল-পীত-লোহিত-রঞ্জিত তিক্ত-মিষ্ট-কটু-কষায় বহুরস মিশ্রিত শিশি শিশি ও বোতল বোতল ঔষধ সেবন কর? শুদ্ধ তাহাই নহে। যাঁহারা ঐরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, আমরা তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। মনে কর তাঁহার কোন পরমাত্মীয়ের সাঙ্ঘাতিক ওলা-উঠা রোগ বা সান্নিপাতিক বিকার জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, তিনি যদি তাঁহার সেই রোগীকে নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, কোন বিশেষ মৃৎপাত্রস্থিত কপোদক পান করিয়া অথবা তাঁহার গৃহস্থিত কোন দর্পণের প্রতি মিনিটে কয়েকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তিনি ঐ ভীষণ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহা হইলে সুচিকিৎসার পরিবর্ত্তে, বিশ্বাসরূপ অমোঘ ঔষধ সেবনে কি সুফল প্রসূত হয়, তাহা তিনি অচিরাৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

আরও এক কথা। গো, অশ্ব, গৃহপালিত পক্ষী প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা নিত্য চিকিৎসিত হইয়া কত শত প্রাণনাশক রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে। বিলাতে কৃষক ও পশ্বাদি ব্যবসায়ীগণ সদাসর্ব্বদাই হোমিপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদির কি বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা আছে? পশুপক্ষীরা কি মনুষ্যের ন্যায় উন্নত চিন্তাশক্তি-যুক্ত?

কেবল পশু, পক্ষী কেন. মাতৃক্রোড়ে অস্ফুটবাক্ অজ্ঞান শিশু ও শয্যাশায়ী জ্ঞানশূন্য প্রলাপযুক্ত রোগীও ত এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিতেছে। ইহা কি কেবল মাত্র বিশ্বাসের গুণে, না ঔষধের রোগনাশক শক্তির গুণে? আমরা জানি না, জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি কিরূপে ঔষধের গুণাগুণের উপর বিশ্বাস করে।

৩। হোমিওপ্যাথি কেবল পথ্যের সুব্যবস্থা মাত্র।—যাঁহারা এই কথা বলেন, আমরা তাঁহাদিগকে কেবল মাত্র সুপথ্য দ্বারা একবার রোগ চিকিৎসা করিয়া দেখিতে বলি। আরও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পথ্যে ওলাউঠা, বাত, ঘুংরি কাশী বা আমাশায় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে? দুইটি তরুণ বাতরোগীর মধ্যে একটীকে তোমার সুপথ্য দ্বারা চিকিৎসা কর, আর এক জনকে আমি আমার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া দেখি যে, তোমার আগে আমার রোগী সুস্থতা লাভ করিতে পারে কি না।

হোমিওপ্যাথি পথ্য সম্বন্ধে কিছু কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেয় সত্য। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বল বিক্রম নাই;—হোমিওপ্যাথি জ্বরের পূর্ব্বে ত্রিশ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া রোগীকে উদরপূর্ণ করিয়া আনারস, অম্ল, সুজির পায়েস প্রভৃতি সুস্থের যোগ্য খাদ্য ব্যবস্থা করিতে পারে না। সুস্থতার ব্যতিক্রমই রোগ। সুস্থতাই স্বাভাবিক অবস্থা। রোগ অনিয়ম ও অত্যাচারের বিষময় ফল। রোগের সময় আমাদের মতে যত স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিতি করা যায়, ততই রোগ আরোগ্যের সহায়তা করে। তাই রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে গুরুপাক আহার, আতর, গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধ ভোগ, জ্যোৎস্না

রাত্রিতে বনবিহার, রোশুন পেয়াজ প্রভৃতি গরম মসলাযুক্ত মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। ইহা হোমিওপ্যাথি বা কোন চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যবস্থা বা উপদেশ নহে। ইহা সমমাত্র স্বভাবজাত বুদ্ধির ব্যবস্থা। যিনি যে পরিমাণে রোগীকে স্বাভাবিক নিয়মে থাকিতে উপদেশ দেন, আমরা বলি, তিনি সেই পরিমাণে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। রোগীর পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিবেচনা পূর্ব্বক উপদেশ দিলে যদি নিন্দার বিষয় হয়, আমরা সেই নিন্দা সানন্দচিত্তে মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা অহঙ্কার করিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীকে অন্নপথ্য দিতে সাহস করি না।

৪। হোমিওপ্যাথি ঔষধ সমস্তই তীব্র বিষ।—একোনাইট (কাট বিষ), আরসেনিক (সেঁকোবিষ), নক্সভমিকা (কুচলে), ইত্যাদি প্রধান প্রধান ঔষধই ভীষণ বিষ সত্য। আমরা বলি তোমাদের কুইনাইন, এসিড্ সকল কি বিষ নয়? আর তোমরাই কি উক্ত আরসেনিক, নক্সভমিকা ইত্যাদি ব্যবহার কর না? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমরা একবার শুনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিছুই নহে, ইহাতে উপকার বা অপকার কিছুই হয় না, শুদ্ধ কেবল পথ্যের দ্বারা রোগ আরোগ্য হয় মাত্র, আবার পরক্ষণেই শুনি, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল কঠিন বিষাক্ত পদার্থ। আমরা জানি এ জগতে ব্যবহার গুণে সবই বিষ, সবই অমৃত। সুব্যবহার করিলে পৃথিবীতে কোন জিনিষই বিষ নহে। বিষই ঔষধ; যে যে ঔষধের যে পরিমাণে বিষাক্ত ক্ষমতা আছে, সেই সেই ঔষধ সেই পরিমাণে রোগনাশক। তাই একোনাইট, আরসেনিক, নক্সভমিকা, মারকরি ইত্যাদি আমাদের ভৈষজ্য ভাণ্ডারের অমূল্য ঔষধ।

কবিগণ গরলই অমৃত বলিয়া গাহিয়াছেন। তাই দেবাদিদেব মহাদেব নীলকণ্ঠ,—গরল তাঁহার কণ্ঠে স্থান পাইয়াছে। যাঁহার দিব্য চক্ষু আছে তিনিই দেখিতে পান, মহেশ্বর গরল পান করিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

৫। হোমিওপ্যাথি অসম্পূর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র, ইহাতে অস্ত্রচিকিৎসা নাই।—আমরা এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করেন না। হোমিওপ্যাথি মতে উৎকৃষ্ট—এলোপ্যাথি অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট—অস্ত্রচিকিৎসা-শাস্ত্র আছে। অধিকতর উৎকৃষ্ট বলিলাম এই জন্য যে, এলোপ্যাথি মতে অস্ত্র-চিকিৎসায় রোগীকে সেবনের জন্য আভ্যন্তরিক কোন ঔষধ দেওয়া হয় না, যদি কখন দেওয়া হয় ত সে কেবল সাধারণ বলকারক (Tonic) ঔষধ মাত্র, কিন্তু হোমিওপ্যাথিমতে অস্ত্র-চিকিৎসায় অস্ত্র-ব্যবহার ও তদ্দ্বারা রোগ উপশম ব্যতীত, রোগের লক্ষণানুসারে রোগীকে সেবনার্থ আভ্যন্তরিক ঔষধ দেওয়া হয়, সুতরাং অতি শীঘ্রই রোগী আরোগ্য লাভ করে। আবশ্যকানুসারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও ছুরী, কাঁচী ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে একটু কথা আছে এই যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ঔষধের গুণের উপর অধিকতর নির্ভর করেন; কোন স্থলে স্ফোটক হইলেই যে তাহা ছুরিকা দ্বারা নিশ্চয়ই কাটিয়া দিতে হইবে, নতুবা আরোগ্য হইবে না, এরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদিগের অভিজ্ঞতায় আমরা নিত্য দেখিতে পাই যে, অনেক সময়ে সামান্য সামান্য স্ফোটক ঔষধ দ্বারা ফাটিয়া; না

হয় বসিয়া গিয়া, আরোগ্য হইয়া যায়, অস্ত্র দিয়া কাটিতে হয় না।

দ্বিতীয় কথা, অস্ত্র-চিকিৎসা কোন মতের নিজস্ব পদার্থ নহে,—ইহা হোমিওপ্যাথির নহে, এলোপ্যাথির নহে, কবিরাজিরও নহে। ইহা সকলেরই সাধারণ সামগ্রী, কারণ ইহা সহজবুদ্ধি-উদ্ভাবিত। পদতলে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইলে তাহা তুলিয়া ফেলা কোন চিকিৎসান্তর্গত নহে। সামান্য নাপিত হইতে অস্ত্র-চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ মহা পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই পরামর্শ দিবেন, উহা তুলিয়া ফেল। একটি স্থান ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া ঔষধ দ্বারা আরোগ্য না হইলে তাহা কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেওয়ায়, বিশেষ কোন বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব অস্ত্র-চিকিৎসা যে কেবল এলোপ্যাথিরই একচেটিয়া তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই।

আমরা অস্ত্র-চিকিৎসায় চিকিৎসা শাস্ত্রের অসারতা,—ভৈষজ্যের ও ভিষকের রোগ আরোগ্যে অক্ষমতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। কোন স্থান পচিয়া যাইতেছে, তাহা ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে না পারিলেই আমরা সেই স্থান কাটিয়া ফেলি। কোন স্থান কাটিয়া বাদ দিয়া রোগ আরোগ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র ও চিকিৎসকের গর্ব্বের যোগ্য কিছুই নাই।

যাঁহারা হোমিওপ্যাথি মতে অস্ত্র-চিকিৎসা নাই বলেন, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি মতের অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল পাঠ করেন নাই। আমরা তাঁহাদিগকে হেলমুথ, ফ্র্যাঙ্কলিন, গার্ণসি, আলেন ও নর্টন, এঞ্জেল প্রভৃতি অক্ষি ও কর্ণ রোগ চিকিৎসক এবং ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতদিগের

পুস্তকাদি পাঠ করিতে উপদেশ দেই। কলিকাতা নগরে এক্ষণে শ্রীযুক্ত মহামান্য মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, সি, আই, ই. শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল, এম, এস, এবং আমরা আবশ্যক হইলে অস্ত্র-চিকিৎসা করিয়া থাকি। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের দেশে যাঁহারা সক্ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন তাঁহারা অস্ত্র-চিকিৎসা জানিতেন না বলিয়াই বোধ হয় এই ভ্রম সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

৬৭ হোমিওপ্যাথি কেবল শিশুদিগের পক্ষেই উপকারী ও উপযোগী।—আমরা এই আপত্তির কোনও অর্থ দেখিতে পাই না। যাঁহারা এই আপত্তি করেন তাঁহারা কি বলেন যে, শিশুরা মানুষ নহে? তাঁহারা কি বলিতে চান যে, শিশুর শরীর ও শারীর-যন্ত্র পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক? আমরা জানি শিশুর শরীরে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে কোন পার্থক্য নাই। শিশুও যেরূপ আহার পরিপাক করে, শিশুর যেরূপ রক্তসঞ্চালন ও পরিপোষণ হয়—স্থূল কথা, শিশুর জৈবনিক ক্রিয়া সকল যেরূপ সম্পাদিত হয়—প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও সেইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই গেল শিশু ও প্রৌঢ়ের সুস্থাবস্থা সম্বন্ধে। রুগ্নাবস্থা সম্বন্ধেও কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শিশুর শরীরে প্রদাহ, জ্বর, কাশী, উদরাময় প্রভৃতি রোগের সহিত প্রৌঢ়ের রোগের আকৃতি বা চরিত্রগত কোনও বিভিন্নতা নাই। অতএব, আমরা বুঝিতে পারি না, যে ঔষধ শিশুর পক্ষে উপকারী ও উপযোগী, সেই ঔষধ তাহার জনকজননীর পক্ষে কেন উপকারী ও উপযোগী হইবে

না। অদ্য যে অজ্ঞান শিশু মাতৃক্রোড়ে স্তন পান করিতেছে দেখিতেছ, কল্য সে বহুসন্তানের পিতা মাতা হইবে।

৭। হোমিওপ্যাথিতে জ্বর-চিকিৎসা নাই, ইহা কেবল ওলাউঠা রোগেই ভাল।—প্রথম কথা, হোমিওপ্যাথি মতে জ্বর-চিকিৎসা নাই। এই আপত্তি উত্থাপনের যথেষ্ট কারণও আছে; কেন না সাধারণে জ্বর-চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল দেখিতে পায় না এবং চিকিৎসকও অনেক সময়ে জ্বর-চিকিৎসায় নিষ্ফল-প্রযত্ন হইয়া থাকেন। আমরা বলি হোমিওপ্যাথিতে জ্বর-চিকিৎসা আছে কিন্তু কঠিন, হোমিওপ্যাথি মতে জ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধও আছে কিন্তু নির্ব্বাচন কষ্টসাধ্য। যেমন দুই ব্যক্তির আকৃতি ও কণ্ঠের স্বর, ধাতু ও চরিত্র একরূপ হয় না, তদ্রূপ দুই ব্যক্তির জ্বরের লক্ষণও সর্ব্বতোভাবে সমান দেখা যায় না। সময় অনুসারে ধরিলে কাহারও প্রাতঃকালে, কাহারও দুই প্রহরে, কাহারও সন্ধ্যাকালে এবং কাহারও বা রাত্রিতে জ্বর হইয়া থাকে। জ্বরের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে কাহারও শীত ও উত্তাপ হয়, ঘর্ম্ম হয় না, কাহারও উত্তাপ ও ঘর্ম্ম হয়, শীত হয় না; কাহারওবা শীত ও ঘর্ম্ম হয়, উত্তাপ হয় না। এই তিন অবস্থার পর্য্যায় সম্বন্ধে কাহারও শীতের পর উত্তাপ ও উত্তাপের পর ঘর্ম্ম হয়; কাহারও শীত ও ঘর্ম্ম এবং কাহারওবা উত্তাপ ও শীত একত্রে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, আনুষঙ্গিক লক্ষণ যথা বমন, শিরঃপীড়া, হাত পা কামড়ানি, পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণও সকলের সমান হয় না। প্রত্যেক রোগীর এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া, প্রত্যেক রোগীর লক্ষণানুসারে বিভিন্ন ঔষধ প্রযুজ্য। হোমিওপ্যাথি মতে জ্বর-চিকিৎসার বাধা কোন

নিয়ম বা ঔষধ নাই। তজ্জন্য এই মতে জ্বর-চিকিৎসায় ঔষধ নির্ব্বাচন কঠিন বলা গিয়াছে। এলোপ্যাথি জ্বর মাত্রেই কুইনাইন সেবনে ক্ষণিক উপশম দেখাইযা যে গর্ব্ব করিয়া থাকে, হোমিওপ্যাথি সে গর্ব্ব করিতে পারে না।

কুইনাইন যে সকল প্রকার জ্বরেরই অব্যর্থ ঔষধ হইতে পাবে না, তাহা আজ কাল বোধ হয সকলেই বুঝিযাছেন। হোমিওপ্যাথি, জ্বর বোগে যথেচ্ছা কুইনাইন ব্যবহাবেব বিপক্ষে যে ভীষণ আন্দোলন তুলিযাছিল তাহা এক্ষণে সফল হইযাছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বুঝিয়াছেন যে সকল জ্ববই যথেচ্ছা কুইনাইন ব্যবহাবে আরোগ্য হয না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগেব এক্ষণে চক্ষু ফুটিযাছে, দিব্য জ্ঞান জন্মিযাছে। বল দেখি পাঠক, ইহা কাহাব প্রসাদে?

জ্বর-চিকিৎসায হোমিওপ্যাথি উপকারী ও ফলপ্রদ কি না জানিতে হইলে, তৎসম্বন্ধীয পুস্তকাদি পাঠ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগেব অভিজ্ঞতাব ফল অবগত হওযা একান্ত আবশ্যক। জ্বর-চিকিৎসা সম্বন্ধে বনিংহসেন, হেরিং, এলেন, কিপাক্স প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গেব যে সমস্ত পুস্তক আছে তাহা পাঠ কবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনের অধিকাংশ সময কেবল জ্বরবোগ চিকিৎসায অতিবাহিত হইযাছে, আমরা শুনিতে পাই। এ দেশীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতায় জ্বর-রোগারোগ্যের ফল নিতান্ত অল্প নহে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ওলাউঠার ন্যায় সকল রোগেই উপকারী। ইহার প্রমাণ আমরা রোগারোগ্যের সংখ্যা গণনা কালে দেখাইব। ওলাউঠার ন্যায় ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ, প্লুরিসি,

পেরিটোনাইটিস, বক্তামাশয়, হাম, বসন্ত, বাত, ঘুংরিকাশী ইত্যাদি সমস্ত সাংঘাতিক রোগেই ইহা সমান উপকারী।

৮। হোমিওপ্যাথি যত উৎকৃষ্ট হইলে গবর্ণমেণ্ট ইহার সাহায্য করিতেন।—ইহা অতি সামান্য আপত্তি, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বা অনুমোদন না করিলেই যে কোন শাস্ত্র, বিজ্ঞান বা অনুষ্ঠান মিথ্যা ও হেয় হইবে ইহার আমরা কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। গবর্ণমেণ্ট অনেক সদনুষ্ঠানের, অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুমোদন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন নাই, ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু তাই বলিযা তাহার মধ্যে একটিও বৃথা বা মিথ্যা হয নাই। যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী ঘুরিতেছে এবং সূর্য্য স্থির হইযা আছে, তিনি মহা মহা পণ্ডিত কর্ত্তৃক উপহসিত, নিন্দিত ও উৎপীড়িত হইযাছিলেন, কিন্তু তাই বলিযা কেহই ঐ মহান সত্যের উজ্জ্বল আলোকের গতি প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই।

যদি আমরা ভাবিযা দেখি গবর্ণমেণ্ট কি, তাহা হইলে আমাদের এই ভ্রম দূরীভূত হইযা যায। গবর্ণমেণ্ট নামক এক জন কোন ব্যক্তি নাই—ভগবান গবর্ণমেণ্ট নামক এক ব্যক্তিকে ভ্রমশূন্য, বিদ্যা বুদ্ধির চরম আদর্শ করিয়া স্বর্গ হইতে সৃষ্টি করিযা পাঠান নাই। গবর্ণমেণ্ট পাঁচ জন লোক লইয়া, সেই পাঁচ জনের মতামত লইযা গবর্ণমেণ্টের কাজ পরিচালিত হয়। গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কাজের এক একটী বিভাগ আছে। চিকিৎসা বিভাগের নাম মেডিকেল বোর্ড। যাঁহারা এই সভার সভ্য তাঁহারা সকলেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসক; তাঁহারা সকলেই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তোমার আমার ন্যায় কুসংস্কারপূর্ণ এবং স্বার্থপর সামান্য মানুষ। তাঁহারা ইচ্ছা করেন না—

এবং কোন স্বার্থপর মানুষই বা ইচ্ছা করে—যে তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অন্য এক জনের দ্বারা দমিত ও চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহাদের মত প্রতিরুদ্ধ হয়, সুতরাং এ পর্য্যন্ত কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, হাজারও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও, সেই মেডিকেল বোর্ডে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সে দিন আমাদিগের দেশের এক জন প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে সিন্‌ডিকেট্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ তিনি হানিমান প্রবর্ত্তিত হোমিওপ্যাথি মত বিশ্বাস ও তদনুযায়ী চিকিৎসা করেন। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ দাতা, তাঁহাদিগের অনুদারতা ও স্বার্থপরতাই হোমিওপ্যাথি মত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, প্রচারিত ও উৎসাহিত না হওয়ার একমাত্র কারণ।

শুদ্ধ কেবল আমাদিগের দেশেই গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অনুৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, জার্ম্মনি, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া, প্রসিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসা বহুকাল পূর্ব্বে আইনানুসারে বিধিবদ্ধ ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের একটি ঔপনিবেশিক দ্বীপ। তথায় সে দিন একটী হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর ঐ প্রতিষ্ঠা সমারোহে যোগদান করিয়া, হোমিওপ্যাথির উন্নতি ও প্রচারের সহিত, গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে হোমিওপ্যাথি অর্দ্ধশতাব্দিও প্রচারিত হয় নাই। এখনও সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে হোমিও-

প্যাথির উন্নতি ও বহুল প্রচার গবর্ণমেণ্টের—অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের—মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই মনো-যোগ আকর্ষণের প্রমাণ, আমরা নানা দিকে নানা ভাবে দেখিতে পাইতেছি। যখন শিক্ষিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকের সংখ্যা অধিক হইবে তখন আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি বলপূর্ব্বক আদায় করিতে পারিব না, তাহা কে বলিবে? জ্ঞানই শক্তি; জ্ঞানের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে যে মহাশক্তি সমুদ্ভূত হইবে তাহার নিকট অন্যান্য সকল শক্তিরই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।

৯। আমি হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করি না, কারণ ইহা বুঝা যায় না।—"বিশ্বাস করা" কথাটীর ন্যায় ভাষার মধ্যে অন্য কোন কথার এত অপব্যবহার দেখা যায় না। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কি বিপণি, কি ধর্ম্মাধিকরণ, কি হাট, কি মাঠ সকলের মুখেই এবং সর্ব্বত্রই এই কথাটীর—বিশ্বাস করা—এই কথাটীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁ ও না, এই কথা দুইটী বলা, কোন বিষয় স্বীকার করা এবং না করা এত সহজ যে, সকলেই বিনা চিন্তায়, বিনা কষ্টে এই কথাগুলি দ্বিধাশূন্য চিত্তে উচ্চারণ করিয়া আপন আপন মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে কথা দুইটী উচ্চারণ করিতে বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রয়োজন, যে কথা দুইটীর ভাবী ফলাফল অতি ভয়ানক, তাহা উচ্চারণে এত অসাবধানতা, চিন্তাশূন্যতা, তাচ্ছিল্য। কোন বিষয় বা মত বিশ্বাস করার অর্থ এই যে, সেই বিষয় বা মত সম্বন্ধে সমস্ত সত্য ঘটনা অতি ধীর ও স্থির চিত্তে অনুসন্ধান দ্বারা সম্যক

অবগত হইয়া তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করি না বলেন, তাঁহারা কি এতৎসম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য সমস্ত জানিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া, পরে বিশ্বাস করি না বলিয়া থাকেন? বিশ্ববিদ্যালযের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক অম্লান বদনে বলিতেছেন, আমি হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করি না। বোধোদয, চরিতাবলী পাঠ করিযাই শিক্ষিতা রমণী বলিতেছেন, "আমি হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করি না।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, অবিশ্বাসি। বিশ্বাস করার অর্থ কি, তুমি কি জান? চিকিৎসা-শাস্ত্র কি, ইহার মতামত কি, হানিমান প্রবর্ত্তিত নতন চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই বা মতামত কি, তুমি কি ধীরচিত্তে পাঠ করিযাছ এবং বুঝিযাছ? এতদ্ব্যতীত, তুমি কি রোগ চিকিৎসায হোমিওপ্যাথির ফলাফল পরীক্ষা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দ্বারা রোগারোগ্যের সংখ্যা গণনা করিয়াছ? তুমি কি হোমিওপ্যাথি কি, এতৎসম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যযন করিযাছ? তুমি কি হোমিওপ্যাথি সত্য কি মিথ্যা অবধারণের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ, অনুসন্ধান-আলোকের সহাযতা লইয়া এই শাস্ত্রের অন্ধকারময অপরিজ্ঞেয জ্ঞান-ভাণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ? যদি এ সমস্ত কিছুই না করিযা থাক, তবে কেন এবং কিরূপেইবা বল যে "হোমিও-প্যাথি বিশ্বাস করি না।" যদ্যপি এই সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিতে পার, তাহা হইলে স্বীকার করিব যে, তোমার হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস না করিবার অধিকার আছে।

আমরা বলি, ভ্রমান্ধ হইয়া কোন কথা বলিও না, আপনার চক্ষু কর্ণ থাকিতে পরের চক্ষু কর্ণে দেখিও না বা শুনিও না। তবে তোমরা ইহা বুঝিযা বিশ্বাস করিবার কথা বলিতেছ,

তাহা অতি উত্তম কথা। অধ্যয়ন কর, অধ্যবসায় সহকারে ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান কর, পরে যেরূপ ফলাফল দেখিবে, তদনুসারে কাজ করিবে, ইহাই উত্তম কথা,—ইহাই উত্তম, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত কার্য্য-প্রণালী।

তথাপি আমরা জিজ্ঞাসা করি, দাম্ভিক মানব! তুমি জগতের কি ও কতটুকু বুঝিয়াছ, বুঝিতে পার বা পারিবে? তোমার এই অঙ্গুলি-পরিমেয় ক্ষুদ্র জীবনে, তোমার এই সর্ষপ-প্রমাণ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রকৃতির এই অসীম ভাণ্ডার, জগৎ-নিয়ন্তার এই অপার ক্ষমতা, জগতের এই অনন্ত-ব্যাপার তুমি কি বুঝিবে? যে সমগ্র জগৎকে, সমস্ত ঘটনাকে বুঝিয়া বিশ্বাস করিতে চায়, সে জগতের কিছুই জানে না। জগতে কত ব্যাপার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তাহা কি ও কেন হয় তাহা বুঝি না, অনেক স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করি না এবং অনেক স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি না। এই সংসারে এমন অনেক ঘটনা, অনেক ব্যাপার—সত্য ঘটনা, সত্য ব্যাপার—আছে যাহা বলিলে তুমি এখনই শিহরিয়া উঠিবে, আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, কিন্তু তোমার আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হওয়া সত্ত্বেও সে সকল নিত্য প্রত্যক্ষ, যথার্থ ঘটনা। আমরা একে একে গুটি কয়েক ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করি, তুমি ইহার মধ্যে কোনটী জান এবং বুঝ, তুমি ইহার মধ্যে কোনটী শুনিয়া না বিস্মিত হও, তুমি ইহার মধ্যে কোনটী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পার।

প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে, তুমি বায়ুসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছ, যাহা জন্মাবধি অবিশ্রান্ত নিশ্বাসপথে গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছ, ইহা কি জানিয়াছ? তুমি কি ইহার

স্রোতের বেগ ও পরিবর্ত্তন পরিমাণ করিয়াছ? তোমাকে পিষ্ট না করিলেও তোমার উপর যে অসীম বায়ুভার রহিয়াছে, তাহা কি কখনও অনুভব করিয়াছ? যদ্যপি আমরা কোন একটী দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তিকে বলি যে, তাহার দেহপরি ৩৮৮ মণ বায়ু-ভার চাপান আছে, তাহা হইলে সে কি তাহা বিশ্বাস করে? বিশ্বাস না করিলেও ইহা একটী সত্য কথা।

দ্বিতীয় কথা—এই যে, তুমি কথা কহিলে, হাসিলে, কান্দিলে শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, এই শব্দ কি তাহা কি তুমি জান? শান্ত সলিলবক্ষে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপজনিত ইতস্ততঃ ধাবমান অসংখ্য তরঙ্গবৎ, এই শব্দও বায়ুতরঙ্গ—বায়ুর কম্পন—ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি কথা কহিলে, তোমার স্বরযন্ত্রের সেই কম্পন বায়ুসাগরে প্রতিঘাত করিল, তাহাতে অসংখ্য বায়ুতরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া অতি দ্রুতবেগে আমার কর্ণকুহর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রবণপথ মধ্যস্থ পটহ-ঝিল্লি আঘাত পূর্ব্বক বহুবিধ জটিল পথ দিয়া গমন করিয়া, আমার শ্রবণ-স্নায়ুসীমায় উপ-স্থিত হইলে তাহা তথা হইতে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইল,—আমি তোমার মনের ভাব, তোমার মস্তিষ্কোদ্ভাবিত চিন্তা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিলাম। কখন সেই কম্পন, সেই শব্দ শুনিয়া হাসিলাম, কখন কান্দিলাম, কখন ভয়ে ব্যাকুল হই-লাম। ইহা কি তুমি বুঝিতে পার?

তৃতীয়তঃ—বহুবিধ যন্ত্র হইতে বহুবিধ শব্দতরঙ্গ তোমার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মুরলী ও বীণা, দামামা ও পাখো-য়াজ, সেতার ও তানপুরা, নূপুর ও কণ্ঠধ্বনি একত্রে মিলিত হইয়া তোমার শ্রবণস্নায়ু যুগপৎ আঘাত করিতেছে, কিন্তু তুমি প্রত্যেক শব্দ পৃথক পৃথক অনুভব করিতেছ, কোনটী বীণা,

কোনটী সংগীতধ্বনি, কোনটী পাখোয়াজ, কোনটী দামামাধ্বনি, কোনটী মুরলী, কোনটী নূপুরধ্বনি, তুমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ। ইহা কি বুঝিতে পার?

চতুর্থতঃ—অনন্ত আকাশ পরিভ্রাম্যমাণ, সুদূরস্থিত চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহনক্ষত্রাদি অলক্ষ্য অথচ মহা প্রবল আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে আপন আপন কক্ষে স্থির রহিয়াছে; শ্বেত সূর্য্য রশ্মিতে নীল, পীত লোহিত প্রভৃতি সপ্তবর্ণ বিমিশ্রিত রহিয়াছে; আলোক মাত্রই বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষের তরঙ্গায়িত কম্পন; তৃণাগ্রলম্বী নীহার বিন্দু, অনন্ত প্রসারিত সাগরবারি, সরসীর স্বচ্ছ সলিল, দুইটী বাষ্প বিশেষের রাসায়নিক সংযোগ মাত্র, ইহা কি তুমি বুঝিতে পার?

পঞ্চমতঃ—যে পৃথিবীতে গৃহদ্বার নির্ম্মাণ করিয়া সুখে ও নিরাপদে বসতি করিতেছ, সেই পৃথিবী অবিশ্রান্ত ভাবে অতি দ্রুতগতি প্রতি মিনিটে ৫৫০ ক্রোশ করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে; যে পৃথিবী অতি বৃহৎ এবং যে সূর্য্য সুবর্ণ থালার ন্যায় ছোট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা সাড়ে দশ লক্ষ গুণ বড়, যদ্যপি পৃথিবী এক-দিকে এবং সূর্য্য আর একদিকে রাখিয়া উভয়কে ওজন করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ৩৩৫০০০ টা পৃথিবী একত্র না করিলে সূর্য্যের সমান হইতে পারে না। পাঠক, এই সকল কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?

ষষ্ঠতঃ—আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৮২০০০ ক্রোশ, এই তীব্র ও দ্রুতগতি সত্বেও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, নভোমণ্ডলে এত দূরে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাহা-দের আলোক অদ্যাপি পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে নাই! গ্রহে-

লিকা, স্বপ্ন, অপবিমের অন্ধকারবৎ এই সকল গভীর তত্ত্ব বিজ্ঞান মীমাংসা কবিতে অসমর্থ। নিউটনেব সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী প্রতিভা ইহাব নিকট নির্ব্বাক। তাই বলিতেছিলাম, দাম্ভিক মমিক। তুমি প্রকৃতিব অনন্ত ভাণ্ডারেব অনন্ত রত্নের কোনটীর কি বুঝিবে?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক সময়ে যাহা অসম্ভব ও আশ্চর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, অপর সময়ে তাহা সুস্পষ্ট সত্য বলিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ। বাষ্পীয় রথ ও যান, তাড়িত সংবাদ, রশ্মিলিখন, অণুবীক্ষণ ও দূববীক্ষণ, এই সকলের কথা একবাব মনে কর দেখি। কল্য যাহা বিশ্বাস করি না বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে, ঐ সকল যন্ত্রের অবিষ্কর্ত্তাদিগকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে, অদ্য তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছ। কল্য যাহা হাঁ বলিয়াছ অদ্য তাহা না এবং কল্য যাহা না বলিযাছ অদ্য তাহা হাঁ হইতেছে, ইহা দেখিয়াও কি মনে মনে নিজের বুদ্ধির অক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান হয না? শ্যামদেশাধিপতি জলেব উপর দিয়া হাতী, ঘোড়া, মানুষ, গরু, সৈন্য সামন্ত যাইতে পারে ইহা এককালে বিশ্বাস করিতে পাবেন নাই, কিন্তু আজ তিনি বাঁচিযা থাকিলে ততোধিক বিস্ময়কব ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। তুমি অন্ধকার গৃহে বসিযা আছ, সামান্য একটী সূর্য্যরশ্মি তোমার মুখের উপর পড়িযা তোমার ঐ সুন্দব মুখাকৃতি, ঠিক ঐ মুখচ্ছবি বহন কবিযা নিমেষ মধ্যে তুলিকা দ্বারা তাহা অঙ্কিত করিতেছে। ইহা কি অল্প বিস্ময়কর ব্যাপার? তুমি এইখানে বসিযা আছ, নিমেষ মধ্যে তোমার মনের ভাব ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ঘুরিয়া

তাহার প্রত্যুত্তর লইয়া তোমার নিকট পুনরুপস্থিত হইতেছে। ইহা কি অল্প-বিস্ময়কর ব্যাপার ? আজ যদি হোমর ও ভার্জ্জিল, বেদব্যাস ও বাল্মিকী স্ব স্ব দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বৃহদাকার গ্রন্থ সকল অতি অল্প আকারে মুদ্রিত দেখিয়া চমৎকৃত হন, আলেক-জণ্ডার ও সিজার, ভীষ্ম ও রামচন্দ্র অধুনাতন যুদ্ধাস্ত্র দেখিয়া বিস্মিত হন !

আর দেখ, তুমি বলিতেছ, তুমি হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস কর না। আমরা বলি, তোমার সহস্র নিন্দা ও অবিশ্বাসে হোমিও-প্যাথির কিছুই যায় আইসে না। ইহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর, বিজ্ঞানের পরিপোষণে ইহার দেহ দিন দিন পরিপুষ্ট, মহান্ ব্যক্তির মস্তিষ্কোদ্ভাবিত জ্ঞানপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎগ্রন্থে ইহার শরীর অমিত-তেজ, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, ইহার সত্যের আলোক দূরে, অতি দূরে বিস্তৃত হইবে, কালে ইহা ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা বিধান পূর্ব্বক আবিষ্কর্ত্তার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। তাই আমরা উপসংহারে বলিতে চাই :—

"Let the truth be permitted to reach your ears by the secret way of silent writings She asketh no favour for her cause because she feeleth no wonder at her condition. She knoweth that she liveth a stranger upon earth, that among aliens she easily findeth foes, but that she hath her birth, her home, her hope, her favour and her worth in the heavens. One thing, meanwhile she earnestly desireth, that she be not condemned unknown."

১০। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা অতি অল্প, সুতরাং উহাতে কোন ফল দর্শে না।—হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তির মধ্যে এই আপত্তি বা তর্ক সর্ব্বপ্রধান, হোমিওপ্যাথির বিস্তার ও বিশ্বাসের পক্ষে এই আপত্তিটী সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্নকর। এই আপত্তিটীর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেই সাধারণ কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথি বিশ্বাসের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আইসে। আমরা এই আপত্তিটী তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইবার জন্য নিম্নে ৪টী প্রশ্নের অবতারণা করিলাম, এই চারিটী প্রশ্নের মীমাংসা বা উত্তর দিতে পারিলেই উক্ত আপত্তি খণ্ডন করা হইবে। প্রশ্নগুলি এই :—

(১) হোমিওপ্যাথি অর্থে কি বুঝায়—ঔষধের মাত্রা বা রোগে ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম বুঝায় ?

(২) জগতে এরূপ ঘটনা আমরা দেখিতে পাই কি না, যাহা হইতে অতিসূক্ষ্ম মাত্র পদার্থ জীবিত প্রাণীদেহে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়,—অর্থাৎ জগতের অন্যান্য ঘটনার সহিত তুলনায় আমরা কি দেখিতে পাই ?

(৩) জগতে এরূপ ঘটনা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি কি না, যাহাতে অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক মাত্রায় পদার্থ সুস্থ দেহে ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে ?

(৪) আর এই সূক্ষ্ম পরিমাণ পদার্থ রুগ্নদেহে যে রোগনাশক ভৈষজ্যগুণ প্রকাশ করিবে তাহারই বা প্রমাণ কি ?

আমরা উপরোল্লিখিত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর দিবার পূর্ব্বে গুটিকয়েক কথা বলিতে চাই। জগতের নিত্য ঘটনাশ্রেণী পরীক্ষা ও অবলোকন করিয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান

জন্মে। বিবিধ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা এই পরীক্ষা সংসাধিত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণই জ্ঞানোপার্জ্জনের দ্বার স্বরূপ। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য ঘটনাবলী পরীক্ষা করিতে যতদূর সক্ষম, আমাদিগের জ্ঞানার্জ্জন করাও তত দূর সম্ভব। ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতাতীত জ্ঞানোপার্জ্জন অসম্ভব, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতার সীমাই যে জ্ঞানের সীমা তাহার আর সন্দেহ নাই। মানবেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অসীম নহে—ইহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমরা নিম্নে তাহার দুই একটী প্রমাণ দেখাইতেছি :—

শব্দ কি? বায়ুতরঙ্গমাত্র, বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে। এই বায়ুতরঙ্গ বা কম্পন যতই দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে, শব্দ বা সুর ততই নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিতে থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে বায়ু ত্রিশবার তরঙ্গায়িত বা কম্পিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা মোটা আওয়াজ বা নীচু শব্দ এবং এক সহস্রবার কম্পিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ আওয়াজ বা উচ্চ শব্দ উৎপন্ন হয়। শব্দগুলি দ্বারা আমরা বাহ্য জগতের বায়ুতরঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, কিন্তু যদ্যপি ঐ বায়ু-কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ অপেক্ষা অল্প এবং হাজার অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে আমরা কোনও জ্ঞান লাভে সক্ষম হই না, অর্থাৎ ঐ দুই সংখ্যা পর্য্যন্তই আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সীমাই বায়ু-কম্পন সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান লাভের সীমা—এই সীমা অতিক্রম করিয়া বায়ুতরঙ্গ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভে সক্ষম নহি। আমরা জানি যে বায়ু প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ অপেক্ষা অল্প এবং হাজার অপেক্ষা অধিকবার কম্পিত হইয়া থাকে এবং ইহাও সম্ভব যে পৃথিবীতে এমন জীব আছে যাহারা ঐ তরঙ্গ বা শব্দ অনুভব করিতে পারে,

কিন্তু আমরা তাহা পারি না। আমাদিগের নিকট ঐ শব্দ যেন নাই বলিয়াই বোধ হয়।

আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু এবং বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। যে সময়ে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, পেচক ও বাদুড় তখন দেখিতে পায়। ঘ্রাণ ও স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, কুক্কুর যাহার ঘ্রাণ এবং কীটসমূহ যাহার স্পর্শ অনুভব করে, আমরা তাহার ঘ্রাণ ও স্পর্শ কিছুই অনুভব করিতে পারি না। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা যেরূপ সীমাবদ্ধ, আমাদিগের জ্ঞানও তদ্রূপ সীমাবদ্ধ। তবে জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইলেও ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ। জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমাদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনে ক্ষমতা-প্রয়োগানুসারে এই ক্রম-বিকাশ হইয়া থাকে। যখন ল্যাভই-সিয়ার সর্ব্বপ্রথমে অম্লজান বাষ্প আবিষ্কার করেন তখন তিনি জানিতেন যে, অম্লজান ব্যতীত দাহক্রিয়া সম্পন্ন এবং অম্ল উৎপন্ন হইতে পারে না। কোন দ্রব্য দগ্ধ হইতে গেলে অম্ল-জান বাষ্পের উপস্থিতি চাই এবং অম্ল উৎপন্ন হইতে গেলেও অম্লজান বাষ্প থাকা চাই, তদনুসারে এই বাষ্পের নাম তিনি "অম্লজান" রাখিয়াছিলেন। তখন আমাদিগের জ্ঞানের সীমা ঐ পর্য্যন্তই ছিল, কিন্তু পরিশ্রম ও গবেষণা, পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা দ্বারা পরে দেখা গেল যে, পাতার ন্যায় পাতলা তাম্রখণ্ড ক্লোরিন বাষ্প মধ্যে রক্ষা করিলে আপনিই জ্বলিয়া উঠে, এবং ক্লোরিন ও উদজান (হাইড্রজেন) বাষ্প সহযোগে অম্লোৎপত্তি হয়। পূর্ব্ব জ্ঞান—যাহা সীমাবদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা জ্ঞানলাভেচ্ছায় বহু পরি-

শ্রমের পর বর্দ্ধিত হইল, জ্ঞানের ক্রম-বিকাশ সাধিত হইল।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং ক্রমবিকাশক্ষম, জ্ঞান লাভের আশায় আমরা যত দূর পরিশ্রম ও চেষ্টা, পরীক্ষা ও পরিদর্শন করিব ততই জ্ঞান ক্রম-বিকশিত হইবে, ততই পূর্ব্ব ভ্রমান্ধকার ঘুচিয়া নব সত্যালোকে হৃদয়-জগৎ বিভাসিত হইবে। জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি কর, দেখিবে পূর্ব্বে ভ্রম কিরূপে হৃদয় অধিকার করিয়া ছিল তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

হোমিওপ্যাথির অল্প মাত্রা সম্বন্ধে বিশ্বাস, জ্ঞানের এই ক্রমবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনে কর, তৃতীয় চূর্ণ (ট্রাইটুরেশন) পর্য্যন্ত, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা, ঔষধের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা গেল, অর্থাৎ ঔষধ-কণা ১০ লক্ষ ভাগে বিভক্ত হইলেও রাসায়নিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাইলাম। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লও, দেখিবে ৪র্থ কিম্বা ৫ম চূর্ণ পর্য্যন্তও ঔষধের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু তৎপরে ঔষধের আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ৪র্থ বা ৫ম চূর্ণ বা ক্রমের পর। যদিও আমাদিগের ইন্দ্রিয়াদি ঔষধের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু তৎপরে যে উহার পরমাণু সকল আরও বিভক্ত হইল না অথবা হইতে পারিল না, তাহা কে বলিবে? যদি কোন ঔষধের প্রথম বা দ্বিতীয় চূর্ণ খাইয়া ফলোৎপন্ন হয়, তবে ৩০শ ক্রম খাইলে যে হইবে না তাহাইবা কে বলিবে? প্রথম বা দ্বিতীয় চূর্ণ খাওয়াইয়া কি ফল উৎপন্ন হয় তাহা যেমন সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়াছ, আমরা বলি ৩০শ ক্রমও খাওয়াইয়া সেইরূপ

সতর্কতার সহিত ফলাফল পরীক্ষা কর, দেখিবে আগে যাহা অতি অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়, পরে তাহা ধ্রুব সত্য রূপে সপ্রমাণিত হইয়া থাকে।

আমরা বলিয়াছি, বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-পরিগ্রাহ্য, আর সেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইলেও ক্রম-বিকাশক্ষম। বাহ্য জগৎ বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী আলোচ্য বিষয়—কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদিগের অক্ষমতা। কোন ঘটনা ঘটিল, আমরা অনুসন্ধান করিয়া তাহার কারণ কি জানিলাম, কারণেরও কারণ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া বাহির করিলাম, তাহারও আবার কারণ না হয় বহু কষ্টে ও তর্কে স্থির করিলাম, কিন্তু তার পর? অন্ধকার। আমরা জগতে সকল "কেনর" উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই অক্ষমতা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের অক্ষমতারই অবশ্যম্ভাবী ফল। যদি জগতের সকল বিষয়ের বা ঘটনার "কেন" জানিতে চাও, তাহা হইলে দেখিবে তুমি অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছ—তখন বুঝিবে তোমার জ্ঞানের অহঙ্কার, বিদ্যার গৌরব, ক্ষমতার প্রভাব সমস্তই বিচূর্ণ হইয়াছে, তুমি ক্ষুদ্র মানব, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, জগতের অনন্ত শক্তির তুলনায় তুমি কীটানুকীট। তাই বলি, দাম্ভিক মানব, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞানের নিকট পতঙ্গবৎ মস্তক নোয়াইয়া, তৃণের ন্যায় লঘু ও বিনীত হইয়া উহার বিকাশ পরীক্ষা কর, উহার কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া অবিশ্বাস কূপে ডুবিও না।

আর বলি জগতের কোন্ কোনটার উত্তর দিতে পার? তোমার এত বিদ্যাবুদ্ধি, এত বিজ্ঞান রসায়ন, এত যন্ত্র তন্ত্র থাকিতেও তুমি কয়টা "কেনর" উত্তর দিতে সক্ষম? দেশলাই

ঘষিলে, উহা জ্বলিয়া উঠিল। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কেন জ্বলিল, তুমি তোমার বিজ্ঞানের সাহায্যে উত্তর দিলে ঘর্ষণে উত্তাপ উৎপত্তি হইল, সেই উত্তাপে কাঠি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কেন ঘর্ষণে উত্তাপ এবং উত্তাপে অগ্নি উৎপন্ন হয় তোমার বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে যে বিজ্ঞান নিস্তব্ধ, তুমিও নিস্তব্ধ।

যে অদৃশ্য শক্তিবলে ভূপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ভূপৃষ্ঠে পুনরায় আসিয়া পতিত হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলিল সেই অদৃশ্য ও অনন্ত শক্তি প্রভাবেই পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্য্য বেড়িয়া, স্ব স্ব কক্ষে অবস্থিত। পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য কত শত শত যোজন দূরে অবস্থিত, তথাপি এই শক্তির প্রভাব কিরূপে অনুভূত হইতেছে? কেমন করিয়া একটী জড় পদার্থ বহু যোজন দূরস্থিত আর একটী জড় পদার্থের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে? তুমি বলিবে আকর্ষণ শক্তিবশতঃ, কিন্তু আকর্ষণ শক্তিইবা কি এবং কিরূপেইবা উহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিতে পার? জগতের অতি সামান্য ঘটনা-শ্রেণী অবলোকন কর, বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে, ঔষধে রোগ আরোগ্য হইতেছে—ইহার মধ্যে কোন ঘটনাটীর আদি কারণ বলিতে পার বা বুঝিতে পার।

তাই বলিতেছিলাম, জগতের ঘটনা-শ্রেণী—অনন্ত শক্তির অনন্ত বিকাশ ধীর ও স্থির চিত্তে পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা কর, দেখ ও শিখ, বুঝ ও বিশ্বাস কর, কিন্তু কেন ও কেমন করিয়া উহা হয় তাহা জানিতে চাইও না। যে অনন্ত শক্তি এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিকশিত, তুমি ক্ষুদ্র মানব, তাহার কণা-মাত্রও ধারণে অক্ষম।

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে, জগতের সামান্য ঘটনার কারণটী সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের জ্ঞান, সীমাবদ্ধ, ক্রমবিকাশক্ষম হইলেও সীমাবদ্ধ। তজ্জন্য, কোন ঘটনা, জ্ঞান ও তর্কসম্মত নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হইলে, ঐ ঘটনা আমাদের কেবল চিন্তার অতীত, পূর্ব্বজ্ঞান বা বিশ্বাসের অতীত বলিয়া পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত কাজ নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়িয়া কেবল যুক্তি বা তর্কের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। কোন ঘটনা বা কার্য্যের সত্যাসত্য তর্ক বা যুক্তি দ্বারা স্থির হয় না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে যে কয়টী প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছি, এক্ষণে নিম্নে তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১। হোমিওপ্যাথি অর্থে ঔষধের মাত্রা নহে, রোগে ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম, শাস্ত্র বা মত বুঝায়। হোমিওপ্যাথি অর্থে dose বুঝায় না, রোগে ঔষধ প্রয়োগের Principle, Rule বা Law বুঝায়। সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ প্রয়োগে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, রোগে তৎসদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই ঔষধ প্রযুজ্য ; সমঃ সমং শময়তি,

—Similia similibus curentur, or like cures like,—

ইহাই হোমিওপ্যাথি। ইহার মধ্যে মাত্রার উল্লেখ মাত্র নাই। মাত্রা যাহাই হউক না কেন এবং যে মাত্রাই প্রয়োগ কর না কেন, এই মত বা শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছ কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য।

হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ-চিকিৎসাই রোগ চিকিৎসার একমাত্র

স্থির নিয়ম বা মত। জগতের সকল ক্রিয়াই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চালিত, পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হয়—আকর্ষণ শক্তির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলে, দিগদর্শনের কাঁটা উত্তর দক্ষিণে স্থির থাকে—চুম্বকের নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক গুণে; আট ভাগ ওজনে অম্লজান একভাগ ওজনে উদজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া জলোৎপন্ন হয়—ডাল্‌টন আবিষ্কৃত নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলে। আমরা বলি যোগাযোগ্যে সদৃশ-চিকিৎসাই একমাত্র নিয়ম। চিকিৎসা-জগতে সদৃশ-চিকিৎসা ব্যতীত আরও অন্য নিয়ম থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা বলি ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই মতের সপক্ষে অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং যতদিন না ইহার বিপক্ষের প্রমাণ দ্বারা ইহা মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণিত হয়, ততদিন এই নিয়ম অখণ্ড থাকিবে।

জগতের সকল ক্রিয়াই যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিত, আর যদি সেই সমস্ত নিয়মের আবিষ্কর্ত্তাগণ প্রভূত প্রতিভার আধার বলিয়া পূজিত, তবে কেন চিকিৎসা-জগতেও কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিবে না এবং যিনি প্রভূত আত্মত্যাগ ও অসাধারণ প্রতিভাবলে সেই নিয়ম আবিষ্কার করেন, তিনি কেন অন্যান্য আবিষ্কর্ত্তাগণের ন্যায় মানবহৃদয়ের পূজার পাত্র না হইবেন? এলোপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রে, রোগে ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যদিও এলোপ্যাথি মত-প্রতিষ্ঠাতা গ্যালেন প্রভৃতির মত ধরিতে গেলে ইহাকে বিসদৃশ চিকিৎসা বা Contraria Contraris Curentur বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই বিসদৃশ নিয়ম এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক রোগে ঔষধ প্রয়োগ-কালে সকল সময়েই অনুসৃত হয় না। গরমে ঠাণ্ডা ঔষধ প্রয়োগ, কোষ্ঠবদ্ধে বিরেচক

কটি তর্ক উপস্থিত হয় যে, জলপূর্ণ পাত্রে সজীব মৎস্য নিক্ষেপ করিলে উহা উছলিয়া উঠিয়া পড়িয়া যায় না, কিন্তু মৃত মৎস্য নিক্ষেপ করিলে পড়িয়া যায়। এই কথা উপস্থিত হইবা-মাত্র ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে মহা বাকবিতণ্ডা ও তর্কযুক্তির স্রোত চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই যথার্থ সজীব মৎস্য নিক্ষেপ করিলে জল পড়ে কি না তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন না। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সকলে হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাসযোগ্য নহে ইত্যাদি মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই ইহার সত্যাসত্য একবার পরীক্ষা করেন না। আমরা বলি পরীক্ষা কর, সত্য হয় গ্রহণ করিও, মিথ্যা হয় দূরে বর্জ্জন করিও। যাঁহারা বিনা পরীক্ষায় কোন বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে মত দিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল মাত্র অযুক্তির পথই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

মাত্রা সম্বন্ধে আরও একটী কথা আছে। ঔষধের মাত্রা নামক কোন পরিমাণ ভগবান স্বর্গ হইতে সৃষ্টি করিয়া মর্ত্তে নামাইয়া দেন নাই। যদি মাত্রা ঈশ্বর সৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হইত, তাহা হইলে তাহা ভঙ্গের ফল মহাপাপ নামে অভিহি[illegible] হইতে পারিত। পরিমাণের নিযম দেশ কাল পাত্রানু[illegible] বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দেশে ফ[illegible] হাত, কোন দেশে গজ বা ইয়ার্ড, কোথাও বা [illegible] কোন দেশে বা গ্রেণ স্ক্রুপল, কোন দেশে মিটার [illegible] নানা দেশে নানারূপ পরিমাণ নিযম পরিলক্ষি[illegible] মাত্রা, রোগ-চিকিৎসায় অভিজ্ঞতার [illegible] কিছুই নহে। যিনি যে মাত্রা ঔষ[illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেই মাত্রা [illegible]

বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্যপি অল্প মাত্রা, অর্থাৎ এক গ্রেণ মাত্র, ঔষধ প্রয়োগে অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে কোন যুক্তি বলে এক আউন্স পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে? অল্প মাত্রার সুফল দেখিয়া আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ অনেক ঔষধের অর্দ্ধ বা এক ফোটা মাত্রা, কোন ঔষধের এক গ্রেণের এক শতাংশ মাত্রা ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিলাতের খ্যাতনামা এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার রিংগার বমন রোগে ভাইনম ইপিকা এক ফোটা মাত্রা ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দেন। তিনি এক ফোটা ঔষধ দিয়া বমন আরোগ্য করেন বলিয়া কি বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন? এস্থলে আমরা ইহাও বলিয়া রাখি যে, বমনে ইপিকা প্রয়োগ সম্পূর্ণ হোমিওপ্যাথি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমরা পূর্ব্বে যে চারিটি প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটীর মীমাংসা করা হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, হোমিওপ্যাথি অর্থে ঔষধের মাত্রা বুঝায় না, রোগে ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম বা মত বুঝায়। হোমিওপ্যাথি কিৎসা-শাস্ত্র, মাত্রা-নিরূপণ নহে। ঔষধের মাত্রা ও হোমিও- থি এক কথা নহে। যাঁহারা হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে, প্যাথি-ঔষধের মাত্রা অতি অল্প বলিয়া, আপত্তি উত্থাপন হারা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঔষধের মাত্রা বা কেন তাহাতে হোমিওপ্যাথির কিছুই আইসে প্যাথি-শাস্ত্র বা মত ঔষধের মাত্রার উপর একটী স্বাভাবিক নিয়ম। ঔষধের গুণের ভাবিক সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধই সহিত ভৈষজ্যের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা

এবং বিরেচনে ধারক ঔষধ প্রয়োগ—এইরূপ বিসদৃশ চিকিৎসা-প্রণালী এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সকল সময়েই অনুসরণ করেন না, কারণ করিতে পারেন না। সমস্ত রোগেরই কি বিসদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হইযাছে, যে সকল সময়েই বিসদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিবে? কোষ্ঠবদ্ধে বিরেচক প্রযুজ্য, কারণ কোষ্ঠবদ্ধের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু বলদেখি মাথাধরা ও পক্ষাঘাত, অনিদ্রা ও অজীর্ণ, বাত ও শূল, বেদনা ও জ্বালা প্রভৃতি রোগের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ কি?

রোগের সদৃশলক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগই হোমিওপ্যাথি। সুস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া ও পরীক্ষা করিয়া সেই সদৃশ লক্ষণ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। একটী দ্রব্য প্রাপ্তিমাত্র উহাকে ভৈষজ্যভাণ্ডারে রক্ষা করিবার পূর্ব্বে, সুস্থ শরীরে উহার ক্রিয়া ও লক্ষণ কি তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। এই-রূপে প্রত্যেক ঔষধই সুস্থ শরীরের উপর পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজনীয়। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-ভাণ্ডারের প্রত্যেক ঔষধই এইরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। প্রত্যেক ঔষধেরই লক্ষণ সমূহ তালিকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই লক্ষণ-সমষ্টিই হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা বা সদৃশ-ভৈষজ্য-তত্ত্ব। রোগের লক্ষণ সমষ্টিকে, সুস্থশরীরে পরীক্ষিত ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সহিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া প্রয়োগ করাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। যে ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সহিত রোগের লক্ষণ সমষ্টি অধিক মিলিবে, সেই ঔষধই সেই রোগের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ। ইহাই সদৃশ-চিকিৎসার একমাত্র নিয়ম। কিন্তু এই নিয়ম মধ্যে মাত্রার নামোল্লেখ মাত্র নাই। তবে ইহা সামান্য বুদ্ধির ফল, যদি রোগের সদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট ঔষধ প্রযুক্ত হয়,

তবে যে মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সেই সমস্ত লক্ষণ পুনরুৎপত্তি অর্থাৎ রোগবৃদ্ধি হইবে, সেই মাত্রাপেক্ষা অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রযুজ্য। মাত্রা অল্প হওয়া উচিত, কিন্তু কি পরিমাণে অল্প হইবে, প্রথম ক্রম, ষষ্ঠ ক্রম, ৩০শ কিম্বা ২০০ শত ক্রম তাহা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। আমরা বলি যে মাত্রায় কেন ঔষধ প্রয়োগ কর না তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু সদৃশ-মতানুসারে প্রযুক্ত হওয়া চাই। যিনি সদৃশ-মতানুসরণ পূর্ব্বক প্রথম ক্রম প্রয়োগ করেন তিনি যেরূপ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, যিনি ২০০ শত ক্রম মাত্র প্রয়োগ করেন তিনিও সেইরূপ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। অধুনাতন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও ঔষধের মাত্রার হ্রাস করিয়াছেন,—পূর্ব্বের ন্যায় আর ৫০টি ঔষধ অতিমাত্রায় একত্রে প্রয়োগ করেন না। ইহার কারণ কি? তাঁহারা চিকিৎসাকালে দেখিয়াছেন যে, পূর্ব্বপ্রচলিত মাত্রাপেক্ষা ঔষধের মাত্রা হ্রাস করিলেও রোগারোগ্য সম্বন্ধে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে না, বরং সহজে রোগ আরাম হয়। যদ্যপি অল্প মাত্রায় ঔষধে রোগ সহজে আরোগ্য হয়, তবে কেন কুসংস্কার ও পূর্ব্বগত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিব? যাঁহারা হোমিওপ্যাথির কথা তুলিবামাত্র ইহার মাত্রা অল্প বলিয়া ইহা অবিশ্বাস করিতে বসেন, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি কি তাহা বুঝেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটি মত মাত্র, ঔষধের মাত্রা নহে। এই মত বিশ্বাস অবিশ্বাস করার পূর্ব্বে, আমরা ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রত্যেক যুক্তিমান্ ব্যক্তিকে সানুনয় অনুরোধ করি। একবার

গুটিকয়েক উদাহরণ দ্বারা আমরা বুঝাইয়া দিতেছি। এণ্টিমনি অধিক মাত্রায় ফুসফুসের প্রদাহ উৎপন্ন করে, তজ্জন্য ইহা ফুসফুস-প্রদাহনিবারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্সেনিক ও ফস্‌ফরস্ পাকাশয় অন্ত্রাদির প্রদাহ উৎপন্ন করে বলিয়া, ইহারা ঐ পীড়া আরোগ্য করিয়া থাকে। ইপিকাকে বমন ও হাঁপানি কাশী জন্মে, তজ্জন্য বমন ও হাঁপানি কাশী রোগে ইপিকাক একটি নির্দ্দিষ্ট ঔষধ। ক্যান্থারিসে মূত্রকৃচ্ছ্র, ওপিয়মে কোষ্ঠবদ্ধতা, নক্সভমিকায় আক্ষেপিক বেদনা, রুবার্বে উদরাময় উৎপন্ন করে, এই জন্যই ঐ সমস্ত রোগে ঐ সকল ঔষধ এত উপকারী। ইহা কেন হয়, এই সম্বন্ধের কারণ কি, এবং কেনই বা ঐ সকল ঔষধে ঐ সকল রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহার কেহই উত্তর দিতে পারে না। ইহা সত্য ঘটনা, এই মাত্রই আমরা বলিতে পারি। অগ্নিতে হাত দিলে হাত দগ্ধ হয়, কেন হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু হয় যে ইহা সত্য ঘটনা। সূর্য্যালোকে সপ্তরঙ্গের সমাবেশ, কেন সূর্য্যরশ্মিতে ৯টী রং না থাকিয়া কেবল ৭টী মাত্র বর্ণই আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ৭টী রং যে আছে তাহা সত্য ঘটনা। আমরা এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নটীর মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

২। জগতে এরূপ ঘটনা আমরা দেখিতে পাই কি না, যাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম মাত্র পদার্থ জীবিত প্রাণীদেহ ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ জগতের অন্যান্য ঘটনার সহিত তুলনায় আমরা কি দেখিতে পাই?

যদ্যপি একবার নৈশ গগনে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে খদ্যোতমালার ন্যায় অসংখ্য তারকারাজি ঝক্ মক্ ঝলসিতেছে দেখিয়া মন আনন্দ ও বিস্ময়ে অভীভূত হয়। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ঐ নক্ষত্র সকলের

দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারেন না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এমন নক্ষত্র সকল এত দূরে অবস্থিত আছে যে তাহাদের আলোক অদ্যাপি পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে নাই। এই সুদূরতম নক্ষত্র সকল যে সূক্ষ্ম আলোক বিকীর্ণ করিতেছে সেই আলোক আমাদিগের চক্ষুতে পতিত হওয়ায় আমাদের সেই নক্ষত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিতেছে। এত অপরিমেয় দূরত্ব, এত সূক্ষ্ম পরিমাণ পদার্থ কি প্রকারে মানবদেহে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা কে বলিতে পারে ?

ঐ দেখ আকাশ দেখিতে দেখিতে ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। থাকিয়া থাকিয়া সৌদামিনী হাসিতে লাগিল; সৌদামিনীর কোমল হাসির সহিত ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল, বজ্রপতিত হইল, কত কঠিন, দৃঢ়প্রোথিত অট্টালিকা, কত মহাবৃক্ষ, কত মন্দিরচূড়া চক্ষুর নিমিষে বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইয়া গেল। রসায়নবিদ্‌পণ্ডিতগণ অতি সূক্ষ্মমাত্র পদার্থও তাঁহাদের সুকৌশলে রচিত নিক্তি দ্বারা মাপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের তুলা যন্ত্র এত সুকৌশলে নির্ম্মিত যে তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম চক্ষুর অগোচর মাত্র পদার্থও সহজেই ওজন করিয়া তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি এই বজ্রের গুরুত্ব নির্ণয়ে অক্ষম হইলেন। গুরুত্ব নির্ণীত হউক আর নাই হউক, এই বজ্র জাগতিক পদার্থের উপর যে অসীম শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

আলোক, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ইথার নামক একটী অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের তরঙ্গবৎ দ্রুত কম্পন মাত্র। শব্দ যেরূপ শব্দায়মান পদার্থের কম্পন, আলোকও তদ্রূপ এই ইথারের কম্পন মাত্র। ইথার কি তাহা

কেহই দেখে নাই, কম্পনও কি তাহাও কেহই দেখে নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও যত্ন দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, বেগুনে রঙ্গের তরঙ্গ ·০০০০০১৬৭ ইঞ্চ, এক ইঞ্চ স্থানে ৫৯৭৫০ তরঙ্গ উত্থিত এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৭২৭০০০০০০০০০০০০০ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। নীলবর্ণ রঙ্গের তরঙ্গ ·০০০০০১৮৫ ইঞ্চ, প্রত্যেক ইঞ্চে ৫৪০৭০ তরঙ্গ উত্থিত এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬৫৮০০০০০০০০০০০০ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা হার্সেল বলিয়াছেন যে, মানুষ এই সমস্ত স্থান ও সময়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিমাণ করিতে পারিবে ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয়ীভূত হইলেও, এই সমস্ত অতি সূক্ষ্ম স্থান ও সময় যথার্থই পরিমিত হইয়াছে। এই সমস্ত পদার্থ অতি সূক্ষ্ম হইলেও নিত্য মানবদেহে ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এইরূপ শত শত উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, ভারশূন্য পদার্থের অতি সূক্ষ্মমাত্র অংশ জীবদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার এরূপ পরিবর্ত্তন সকল উপস্থিত করে যদ্দ্বারা শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ প্রভৃতি আমাদিগের ইন্দ্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান জন্মে। ইহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা অনায়াসেই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অন্যান্য পদার্থও (যথা ভেষজাদি) বিচূর্ণ বা ট্রাইটুরেশণ প্রক্রিয়া দ্বারা বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলেও, তাহাদের আকার আমাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির অপরিগ্রাহ্য হইলেও, তাহারা আমাদিগের দেহে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

৩। জগতে এরূপ ঘটনা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি কি না যাহাতে অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক মাত্রায় পদার্থ মনুষ্য দেহে তাহার ক্রিয়া বা ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে?

দূরে একটী চম্পক বৃক্ষ সুবর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত; অন্যদিক দূরে সুরম্য উদ্যানে বেল মল্লিকাদি সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষসকল রজতভূষণে বিভূষিত। তুমি কত দূরে দণ্ডায়মান আছ; হয় ত জাননা ঐ উদ্যানে কি কি বৃক্ষ আছে, কি কি বৃক্ষে কোন্ কোন্ ফুল ফুটিযাছে। সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, বৃক্ষেব পাতা কাঁপাইযা, ফুল দোলাইয়া, সুগন্ধ ভার মস্তকে বহিয়া মৃদু মন্দ পবনহিল্লোল তরঙ্গ তুলিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তুমি সেই দূরস্থান হইতে বিভিন্ন আঘ্রাণ পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলে। আঘ্রাণ কি? গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুকণা বায়ু-সাগরে বিস্তারিত এবং তথা হইতে পবনভরে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক আঘ্রাণ-স্নায়ুকে আঘাত করিয়া সেই উত্তেজনা মস্তকে প্রতিফলিত হইল, তুমি পুষ্পের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তৃপ্ত হইলে। বল দেখি পাঠক, সেই চম্পক, বেল, মল্লিকাদি পুষ্পের রেণু সকল কত বড় বড়? উহা বড় হওয়া দূরে থাকুক, চক্ষুর অগোচর; শুদ্ধ চক্ষুর কেন, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতাতীত, অপরিগ্রাহ্য, ভারশূন্য, বর্ণশূন্য। এই ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কণা সকল কি মানবদেহে ক্ষমতা বা ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে না? কণা সকল অদৃশ্য হইলেও তাহাদের সেই প্রত্যেক অদৃশ্য কণা সকলের গুণ বিভিন্নরূপ রহিয়াছে, কণা সকল অতি সূক্ষ্ম, চক্ষুর অগোচর হইলেও তাহাদের গুণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই; চম্পকের রেণু চম্পকের গন্ধ, বেলের

বেণু রেলের গন্ধ, মল্লিকার বেণু মল্লিকার গন্ধ উৎপাদন করিতেছে। পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইযা সৌরভ বিকীর্ণ করিবার পূর্ব্বে ও প্রস্ফুটিত হইলে পর যদ্যপি দুই বারই অতি উৎকৃষ্ট তুলাদণ্ডে ওজন করা যায, তাহা হইলে উভযের গুরুত্বের কোনও প্রকার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায না, অথচ প্রস্ফুটিত হইযা কযেক দিন পর্য্যন্ত অবিরাম চতুর্দ্দিকে কত সহস্র লোককে সৌরভ দান করিযাছে তাহার ইযত্তা নাই।

সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগ সমূহের বীজাণু কেহ কি দেখিযাছ? তুমি একটী বন্ধুকে দেখিতে গেলে, তাঁহার বসন্ত হইয়াছে। বাড়ী ফিরিযা আসিলে চারি দিবস পরে দেখিলে তোমার স্বীয পরিবারবর্গের মধ্যে দুই তিন জন ঐ রোগে আক্রান্ত হইযাছে। যখন তুমি তোমার বন্ধুর নিকট হইতে ফিরিযা আইস তখন কি জানিতে পারিযাছিলে যে, তোমার বস্ত্রাদিতে বসন্ত রোগের বীজাণু সকল সংলগ্ন হইযা তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে? দেখিতে পাইলে না, জানিতে পারিলে না, তোমার অদৃশ্যে, তোমার অজ্ঞাতসারে অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, আণুবীক্ষণিক বীজাণু সকল তোমার সুস্থকায, পুষ্ট ও সবলদেহ পরিবারবর্গকে অচিরাৎ আক্রমণ করিল। ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? বিশ্বাস কর আর নাই কর, ইহা একটী সত্য ঘটনা।

সর্পাদির বিষ কত তীক্ষ্ণ, কত প্রাণসংহারক তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ঐ বিষের কি কেহ পরিমাণ করিয়াছেন? সর্পের মুখ মধ্যে দুইটী বিষগ্রন্থি আছে, ঐ গ্রন্থিতে বিষ উৎপন্ন হইযা দুইটী বিষ দাঁতের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে তদ্দ্বারা দংশিত স্থানে নীত হয় এবং তথা হইতে রক্তপ্রবাহে

সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া মৃত্যু উপস্থিত করে। বিষগ্রন্থি মধ্যে কত খানি বিষ জন্মে? এক ফোটার অধিক নহে। এই এক ফোটা বিষ হইতে সূচ্যগ্র পরিমাণ বিষ লইয়া জীবদেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে বিষাক্তের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হয়। কোন কোন সর্পের বিষ এত তীক্ষ্ণ যে ঐ সূচ্যগ্র পরিমাণ বিষই মৃত্যু উপস্থিত করে। অনেকে ঐ বিষ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া দ্বারা দেখিয়াছেন যে, সামান্য গঁদের জল হইতে উহার কোনও পার্থক্য নাই। এই অতি সামান্য ও আণুবীক্ষণিক মাত্রায় পদার্থ সুস্থ জীবদেহে ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে, ইহা বিস্ময়কর হইলেও সত্য ঘটনা।

এই সমস্ত উদাহরণ ছাড়িয়া দিয়া ঔষধাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিলেও অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক মাত্রায় পদার্থের সুস্থ জীবদেহের উপর ক্রিয়া দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা এই স্থলে ইপিকাকুয়ানার আশ্চর্য্য শক্তির কথা উল্লেখ করিব। লণ্ডন মেডিকেল জর্ণালে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিলঃ—

ঔষধ দিবার সময় একজন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার, অবশ্য স্বভাবতঃ সুস্থকায় ও বলিষ্ঠদেহ, ইপিকাকুয়ানা অতি সাবধানে নাড়িলেও অতি ভয়ানক ও কষ্টকর হাঁচি দ্বারা আক্রান্ত হইত। যদি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ঔষধ লইয়া নাড়াচাড়া করিত তাহা হইলে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, কাশী, মুখ দিয়া রক্ত উঠা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইত। একবার তাঁহার ইপিকাকুয়ানা সংঘটিত কোন ঔষধ উপর্য্যুপরি কয়েক দিন প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া যায়।

ইপিকার এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা সম্বন্ধে আরও আমরা অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারি। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা যে ঘরে ইপিকা আছে তাহার নিকটবর্ত্তী ঘরে আসিয়াই ইপিকার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে সপ্রমাণিত হইতেছে যে, অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক মাত্রায় পদার্থসকল সুস্থদেহে অতি প্রবল এবং সময়ে সময়ে সাংঘাতিক ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই সমস্ত উদাহরণ কাল্পনিক নহে, বাস্তব ও সত্য ঘটনা।

আমরা হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে দশম আপত্তি খণ্ডনার্থ যে চারিটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে তিনটী প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখাইয়াছি যে, হোমিওপ্যাথি বলিলে ঔষধের মাত্রা বুঝায় না; হোমিওপ্যাথি অর্থে রোগে ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম, অথবা Law বুঝায়। সুতরাং মাত্রা অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তাহাতে হোমিওপ্যাথি-নিয়মের কিছুই যায় আইসে না। যাঁহারা ঔষধের মাত্রা অল্প বলিয়াই Homœopathic Law এর সত্যাসত্য অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে ক্ষান্ত হন, তাঁহারা একান্ত ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখাইয়াছি যে, জগতে একপ অনেক ঘটনা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, যাহাতে জীবন্তদেহে অতি সূক্ষ্ম মাত্র পদার্থ যে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসায় দেখান গিয়াছে যে, অতি সূক্ষ্ম-মাত্র পদার্থ সুস্থদেহোপরি অতি প্রবল এবং সময়ে সময়ে অতি সাংঘাতিক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা যে

সকল প্রমাণ দিয়াছি তাহার সংখ্যা অগণ্য এবং তাহার সত্য অকাট্য।

আমরা এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্থ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

৪। এই সূক্ষ্ম পরিমাণ পদার্থ রুগ্নদেহে যে রোগনাশক ভৈষজ্যগুণ প্রকাশ করিবে তাহার বা প্রমাণ কি কি?

প্রথম কথা এই যে, যদ্যপি সেই সকল সূক্ষ্ম পদার্থ সুস্থ দেহোপরি ক্রিয়াপ্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে রুগ্নদেহোপরি, অর্থাৎ যে সময়ে স্নায়ুবিধান উত্তেজিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহারা যে অধিকতর নিশ্চিতরূপে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা উদাহরণদ্বারা এই কথা স্বীকৃত করিতেছি। সহজাবস্থায় আমরা অতি তীব্র সূর্য্যালোকে কাজ কর্ম্ম করিতেছি, সূর্য্যের অসংখ্য আলোক-রেখা আমাদের চক্ষু মধ্যে গমন করিতেছে কিন্তু তাহাতে আমরা কিছুমাত্র ব্যথা বা কষ্ট পাইতেছি না। কিন্তু যদ্যপি চক্ষুমধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হয় (যেমন চোক উঠিলে হয়), তাহা হইলে চক্ষুতে অতি সামান্য মাত্র আলোক লাগিলে আমরা তাহাতে কষ্টানুভব করি। ইহার কারণ কি? সহজকালে চক্ষুর স্নায়ুসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে; তখন সেই স্নায়ুসমূহের উপর প্রবল ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে বিশেষ বলকারক পদার্থের প্রয়োজন। স্বাভাবিকাবস্থায় ইলেকট্রিক অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আলোকে তাকাইলে তবে কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। রুগ্নাবস্থায় রোগজ ক্রিয়া বশতঃ তথাকার স্নায়ুসকল এত অধিক উত্তেজিতাবস্থায় থাকে যে, অতি সামান্য কারণেই বা পদার্থেই তদুপরি ক্রিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই

জন্যই রুগ্ন চক্ষে সামান্য আলোকে কষ্ট বোধ হয়। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের যে কোন স্থানে অতি সজোরে টিপিলেও তত বেদনা অনুভূত হয় না, কিন্তু সেই স্থান প্রদাহিত হইলে (যেরূপ স্ফোটকাদি হইলে হয়) তথায় অঙ্গুলি স্পর্শ করা অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। রোগে স্নায়ুবিধান এইরূপ উত্তেজিত থাকে বলিয়াই ঔষধের অতি সূক্ষ্ম মাত্রা পরিমাণে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রত্যেক জাগতিক ঘটনার সত্যাসত্য প্রমাণের জন্যও যাহা আবশ্যক, এই ক্ষুদ্র মাত্রার সত্যাসত্য প্রমাণের জন্যও তাহাই আবশ্যক,—অর্থাৎ পরিদর্শন ও পরীক্ষা। জগতের কোন ঘটনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে পরিদর্শন ও পরীক্ষা ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হয় না। ক্ষুদ্র মাত্রার ফলাফল পরীক্ষা ও পরিদর্শন কর, বৃহৎ মাত্রার ফলাফল যেরূপ ধীরচিত্তে পরীক্ষা করিয়াছ সেইরূপ ধীর ও স্থিরচিত্তে ইহারও ফলাফল দেখ, যেরূপ ফল দর্শন করিবে তদনুসারে বিশ্বাস করিও।

প্রথমতঃ একটী বিশেষ ঘটনা হইতে পরে সাধারণ ঘটনা-শ্রেণী সম্বন্ধে নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যায়। একটী প্রস্তরখণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে, তাহা কিয়ৎদূর উঠিয়াই ভূমীতে পুন-র্নিপতিত হইল। এইরূপে একটী, দুইটী এবং বহুসংখ্যক প্রস্তরখণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপান্তর পুনরায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখিয়া, আমরা বিশেষ ঘটনা হইতে এই সাধারণ নিয়মে উপস্থিত হইতে পারি যে, সমস্ত প্রস্তরখণ্ডই ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া নিপতিত হইয়া থাকে।

যদ্যপি একখানি প্রস্তরখণ্ড এইরূপে উত্থিত হইয়া পৃথিবীতে পুনর্নিপতিত হইতে একবার মাত্র দেখা যাইত, তাহা হইলে তাহা হঠাৎ ঘটনা বলা যাইতে পারিত। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এইরূপেই স্বিরীকৃত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি মতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মাত্রা ঔষধের ক্রিয়া—কার্য্যকারণ সম্বন্ধও—এইরূপে প্রত্যক্ষ শত শত প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইযাছে। এক ব্যক্তির ওলাউঠা হইযাছে, তাহাকে ভিরাট্রম এল্বম ৬ষ্ঠ ক্রম দেওযাতে সে আরোগ্যলাভ করিল। যদ্যপি ভিরাট্রমের ক্রিয়া এইরূপ একবার মাত্র দেখা যাইত, তাহা হইলে তাহা হঠাৎ ঘটনা বলিযা পরিত্যাগ করা যাইতে পারিত। কিন্তু এইরূপ ঘটনা একবার নহে, শত শত বার—শত শত কেন, সহস্র সহস্র বার—ঘটিযাছে, ভিরাট্রম ৬ষ্ঠ ক্রম প্রযোগে অসংখ্য ওলাউঠা আরোগ্য হইতে দেখা গিযাছে। এইরূপ শত শত, সহস্র সহস্র বার, দুইটী ঘটনা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত দেখিলে ঐ দুইটী ঘটনাকে কার্য্যকারণ বলিযা সিদ্ধান্ত উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। শত শত ও সহস্র সহস্র বার এইরূপে ওলাউঠা রোগ ভিরাট্রমের ৬ষ্ঠ ক্রমে দূরীভূত হইতে দেখিযা, ভিরাট্রম ঐ রোগ আরোগ্য করিযাছে এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়া কি অযৌক্তিক? আমরা বলি, যিনি এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে না চান, তিনি স্বয়ং একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমরা এই স্থলে একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই আপত্তি উপসংহার করিব।

——গুপ্তের পুত্র, বযক্রম দুই বৎসর। গুপ্ত মহাশয় কলিকাতার মধ্যে একজন বেশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার পুত্রটি

ছয় মাস কাল জ্বর, কাশী, উদরাময় প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছিল। এই ছয় মাসই এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা চলিয়াছিল। অনেক বিলাত-প্রত্যাগত সুশিক্ষিত এবং এখানকার বহুদর্শী চিকিৎসক তাঁহার পুত্রটির চিকিৎসা করেন। গুপ্ত মহাশয় এলোপ্যাথি ভক্ত ও হোমেওপ্যাথি বিদ্বেষী। ছয় মাস গত হইলে তাঁহার পুত্রটিকে যখন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ "আর আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই" বলিয়া পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি নিতান্ত ব্যাকুলিত চিত্তে জনৈক বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করিতে যান। ঐ বন্ধু তাঁহাকে পুত্রটির হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করাইতে পরামর্শ দেন। ঐ পরামর্শ শুনিয়া গুপ্ত মহাশয় আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং আদ্যোপান্ত পুত্রটির সমস্ত পীড়ার কথা বর্ণনা করিয়া সজল নয়নে বহু ব্যয়জনিত আর্থিক কষ্টের কথাও বলিতে ত্রুটি করিলেন না। আমরা জানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কালে সকলেরই আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক, আমরা তাঁহার ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখিয়া অন্যান্য রোগী দেখিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পুত্রটিকে দেখিতে গেলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা অতি ভয়ানক। পুত্রটি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, পুত্রটি বোধ হয় রোগের পূর্ব্বে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল কিন্তু এক্ষণে সমস্ত শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় উরু প্রভৃতি দেশের চর্ম্মগুলি শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোঠরগত হইয়াছে। উদরাময় আছে, প্রত্যহ প্রায় ৮।১০ বার করিয়া মলত্যাগ করে। দুধ খাইলেই তুলিয়া ফেলে। ভয়ানক সর্দ্দি ও কাশী, সর্দ্দি গলার ভিতর ঘড় ঘড় করিতেছে। জ্বর ১০৩ ডিগ্রি, বৈকালে গাত্রের ঐ উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি হয় এবং প্রাতে উহা ১০৩

ডিগ্রি নামিয়া থাকে। ইহার নীচে গাত্রের উত্তাপ আর নামে না।

রোগীটী আদ্যোপান্ত বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া মনে মনে, কি জানি কেন, একটা বিশ্বাস জন্মিল, শিশুটী চিকিৎসা হইলে বাঁচিতে পারিবে। পিতা মাতার সাশ্রু-কাতরতা দেখিয়া হৃদয়ে আমরা আরও ব্যথা পাইয়াছিলাম, কারণ গুপ্ত মহাশয়ের ৫টী সন্তান মারা গিয়া এক্ষণে এই একটী মাত্র সন্তান। যাহাহউক, আমাদের চিকিৎসায় দুই তিন দিনের মধ্যেই কাশী নরম পড়িল ও জ্বর ত্যাগ পাইল। বলিতে ভুলিয়াছি, আমরা যখন প্রথম দেখিতে যাই, তখন সেই দুই বৎসরের শিশুটীকে এক সের করিয়া দুধ এবং মাংসের ঝোল খাওয়ান হইতেছিল। ঐ সমস্ত পথ্য খাইয়াও কিন্তু শিশু অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট। আমরা ঐ সমস্ত পথ্য বন্ধ করিয়া দিয়া, কেবলমাত্র আরারুটের জল পথ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। শিশুটী ঈশ্বরের কৃপায় এক মাসের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিল। পুত্রটীকে আরোগ্য দেখিয়া গুপ্ত মহাশয়ের এলোপ্যাথির উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ ও হোমিওপ্যাথির উপর শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি একদা, তাঁহার পুত্রের যিনি প্রধানতঃ চিকিৎসা করিয়াছিলেন সেই বিলাত-প্রত্যাগত চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বলিলেন, "মহাশয়, আমার সেই পুত্রটী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আপনারা ত্যাগ করিয়া আসিলে, আমি জনৈক বন্ধুর পরামর্শে আমার পুত্রটীর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাইয়াছিলাম।'

বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার সাহেব ইহা শুনিয়া কিছু চমৎকৃত হইলেন। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় আরোগ্য

লাভ করিয়াছে বলিয়া যে চমৎকৃত হইলেন তাহা নহে; আদৌ সেই বালকটী যে আরোগ্য হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহার বিস্ময় উৎপন্ন হইল। ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, মনের বিস্ময় মনে মনে মিটাইয়া, ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন "তা, মহাশয, হইতে পারে। ঔষধ সমস্ত বন্ধ করায় আপনার পুত্রটী আরোগ্য হইয়াছে।"

গুপ্ত মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাহাতে তাঁহার অনেক অর্থ নষ্ট মনোকষ্ট হইযাছে। তিনি বলিলেন "মহাশয আপনারাও ত অনেক দিন ধরিয়া ঔষধ বন্ধ দিয়া দেখিলে কি ফল হয় তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপশম হওয়া দূরে থাকুক বরং রোগের বৃদ্ধিই হইয়াছিল।"

ডাক্তার সাহেব কি উত্তর দিবেন কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে বলিলেন, "মহাশয, যত দিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইযাছিল, তত দিন কোন ঔষধই পড়ে নাই, কেবল একটু একটু জল খাওযান হইয়াছিল মাত্র। ঔষধ পড়িলেই অপকার হইত।"

গুপ্ত মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। এবার ডাক্তার সাহেবের উত্তর শুনিয়া গুপ্ত মহাশয় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনারা যদি জানিতেন যে ঔষধে অপকার হইবে এবং হোমিওপ্যাথির জল খাওয়াইলেই শিশু আরোগ্য লাভ করিবে, তাহা হইলে তাহা কেন সেই সময়ে আমাকে বলেন নাই? কেন তখন আমাকে সেইরূপে চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দেন নাই? আপনারা হায়! এইরূপ করিয়া কত লোকেরই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন, কত রোগীকেই পরমায়ু থাকিতে শমনসদনে প্রেরণ

কে ন এবং কত পিতামাতাকেই অনন্ত শোক-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া পরের অর্থে নিজের পকেট পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন।"

এই বলিতে বলিতেই গুপ্ত মহাশয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ডাক্তার সাহেবও ক্রোধকষায়িতলোচনে অজ্ঞাতসারে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি গুটাইয়া মুষ্টি বাঁধিতে লাগিলেন।

আমাদিগের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় এইরূপ অনেক দুর্ঘটনার কথা আমরা জানি। আমরা জানি যে, এইরূপ কঠিন রোগী সকল আরোগ্য করিলেই, ঔষধ বন্ধ করার ফল হইয়াছে, এই বলিয়া তাহা উড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, যদি তোমরা জান যে ঔষধ বন্ধ করিলেই তোমার রোগী আরোগ্য লাভ করিবে, তবে বন্ধ করিয়া একবার দেখ না কেন? যাহা তোমার মনের বিশ্বাস, যাহা তোমার বিবেকের কথা, তাহা ঠেলিয়া তদ্বিপরীতে কিরূপে তোমরা কাজ কর, আমরা তাহা ভাবিয়া পাই না।

যাঁহারা হোমিওপ্যাথি মতে ক্ষুদ্র মাত্রায় উপকার দর্শে বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই পরীক্ষা করিয়া এই উপকারিতা স্বয়ং অবলোকন করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা ক্ষুদ্র মাত্রার উপকারিতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে কেবল ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই তাহা নহে, তাঁহারা ঘৃণার সহিত নাসিকা বাঁকাইয়া অল্প মাত্রা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও অনিচ্ছুক। তাঁহারা হোমিওপ্যাথি কিছুই নহে এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ মূর্খ ও বোকা, জুয়াচোর ও মিথ্যাবাদী বলিয়া অভদ্রোচিত বাক্যে বিশেষিত করিয়া থাকেন। তর্ক ও যুক্তির পথ যাহারা অনুসরণ করিয়া

থাকে, আমরা জিজ্ঞাসা করি, সত্য তাহা ছাড়া আর কোন রূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১১। ইলিস মৎস্য খাইয়া পেটের অসুখ করিয়াছে, আবারও ইলিস মৎস্য খাও, পীড়া আরোগ্য হইবে; এইত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।—আমারা বলি উহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নহে। হোমিওপ্যাথি সদৃশ চিকিৎসা, সমান চিকিৎসা নহে। সদৃশ রোগ ও সমান বা সমরোগ এক কথা নহে। Similar এবং the same বা Equal সম্পূর্ণ পৃথক। সদৃশ (Similar) ত্রিভুজ বলিলে সমান (Equal) ত্রিভুজ বুঝায় না। ইলিস মৎস্য খাইযা ভেদ হইলে পুনরায় ইলিস মৎস্য খাইতে দিলে Homœopathy হয় না, উহাকে Isopathy কহে। কর্পূর সেবন-জনিত ভেদবমন এবং ভেদ বমন রোগ এক রোগ নহে, সদৃশ রোগ। হোমিওপ্যাথি মত এই যে, সুস্থ শরীরে কোনও ঔষধ সেবন করিলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎসদৃশ লক্ষণযুক্ত কোন বোগ, বা তৎসদৃশ লক্ষণ কোনও রোগে দেখা গেলে সেই ঔষধে সেইরূপ পীড়া দূর করা যায়। সুস্থ শরীবে অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবন কবিলে ভেদ ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হব, এক্ষণে রোগজনিত ভেদ ও বমন লক্ষণ দেখিলে কর্পূব প্রয়োগ করা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। কর্পূর সেবনজনিত ভেদ বমন হইলে তাহাতে কর্পূর প্রয়োগ করিলে হইবে না, ভেদ বমন রোগ বশতঃ হওয়া চাই।

আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বুঝাইয়াছি যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল সুস্থ শবীরে পরীক্ষিত। সুস্থ শরীরে সেই সকল ঔষধ সেবনে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তালিকাকারে লিখিত হইয়াছে; ইহাই হোমিওপ্যাথিক

মেটিরিয়া মেডিকা। একোনাইটের লক্ষণ, (অর্থাৎ সুস্থ শরীরে প্রকাশিত লক্ষণ) রোগে দেখিলে একোনাইট প্রয়োগ করিবে, একোনাইট সেবনজনিত লক্ষণে একোনাইট প্রয়োগ করিবে, হোমিওপ্যাথি কখন উপদেশ দেয় না।

এই আপত্তিটী সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বৃথা। এই আপত্তি হোমিওপ্যাথি-অনভিজ্ঞতার চরম ফল। হোমিও-প্যাথির বিপক্ষে আপত্তিগুলির মধ্যে প্রায় অধিকাংশই এইরূপ আপত্তি। হোমিওপ্যাথি কি তাহা যাঁহারা কখন জানেন নাই বা শুনেন নাই, তাঁহারাই কেবল এইরূপ অসার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন।

১২। হোমিওপ্যাথি নিয়ম সকল স্থানে খাটে না, সুতরাং উহা কি প্রকারে অব্যর্থ ও সাধারণ নিয়ম হইতে পারে?—আমরা স্বীকার করি, হোমিওপ্যাথি নিয়মের সীমা আছে। আমরা জানি এমন অবস্থা আছে, যেখানে হোমিওপ্যাথি নিয়ম কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথির সীমা বহু বিস্তৃত, হোমিওপ্যাথির সীমাতীত অবস্থা অতি অল্প। হোমিওপ্যাথির সীমাতীত অবস্থা আছে বলিয়াই যে উহা সাধারণ নিয়ম বা Universal law হইতে পারে না, তাহা নহে। জগতের সকল নিয়ম বা Law এরই সীমা বা Limits আছে। আমরা উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

সকল দ্রব্যই উৎক্ষিপ্ত হইলে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বলে উহা পুনরায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া থাকে, ইহা একটী প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সকল সময়েই কি উৎক্ষিপ্ত বস্তু সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়? কখনই নহে। অনেক সময়ে হস্ত বা টেবিল প্রভৃতির বাধা পাইলে ঐ দ্রব্য ভূপৃষ্ঠে পতিত

হইতে পারে না, হস্ত বা টেবিলের উপর থাকিয়া যায়। হস্ত বা টেবিল অপসৃত কর, অবশ্য ঐ দ্রব্য আকর্ষণশক্তির সাধারণ নিয়ম বলে পৃথিবীতে পড়িয়া যাইবে,—আকর্ষণ শক্তির সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্র অব্যর্থ তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রসায়ণ শাস্ত্রের একটী নিয়ম এই যে, Acids বা অম্ল সকল বিশেষ নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে Alkalies বা ক্ষার সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু যদ্যপি অম্ল ও ক্ষার মিশ্রিত তরল পদার্থের মধ্যে তাড়িত বেগ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহারা কখন একত্র মিলিত হইতে না পারিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া রসায়ণ শাস্ত্রের ঐ নিয়মটী সর্ব্বত্র খাটে না বলা যাইতে পারে না। আরও অধিক উদাহরণ উল্লেখ করা বাহুল্য। উপরি লিখিত উদাহরণগুলিই প্রাকৃতিক নিয়মের সীমার উদাহরণ। উপরিউক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সকল উপরিউক্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া কি উক্ত নিয়ম সকল মিথ্যা বলিতে এবং উহাদের সর্ব্বজনীনভাব বা Universality অস্বীকার করিতে হইবে? কখনই নহে। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। সুস্থ দেহে কোন একটী বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে কতকগুলি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। হোমিওপ্যাথি নিয়মানুসারে ঐরূপ লক্ষণবিশিষ্ট রোগে ঐ ঔষধ নির্দ্দিষ্ট। এই নিয়ম বা Law সর্ব্বত্রই সত্য, তবে অবস্থান্তর ঘটিলে স্থল বিশেষে ইহার ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ বা রূপান্তরিত হয় মাত্র।

হোমিওপ্যাথি নিয়মের সীমা বহু দূর বিস্তৃত, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সমস্ত রোগ ইহার সীমাভ্যন্তরে

অবস্থিত, তাহার সংখ্যা অসীম। ইহার সীমা-বহির্ভূত রোগের সংখ্যা অতি অল্প। অনন্ত প্রকার স্নায়ুরোগ সমূহ; রক্ত সঞ্চালন ও রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া; শ্বাসপ্রশ্বাস পীড়া; পরিপাক, শোষণ ও নিঃস্রব সম্বন্ধীয় পীড়া; অস্থি, বন্ধনী, সন্ধিস্থল, মাংসপেশী, গ্রন্থিসমূহ ও চর্ম্ম সম্বন্ধীয় পীড়া ইত্যাদি যাবতীয় রোগ সকল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সীমান্তর্গত। এই সমস্ত রোগের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইতে পারিলে, আর কোন্ জানিত রোগ বাকী রহিল তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এক্ষণে দেখা যাউক, হোমিওপ্যাথিক নিয়মবহির্ভূত রোগ বা অবস্থা কি কি ও তাহার সংখ্যাই বা কত?

মনে কর, এক জন লোক তাড়াতাড়ি আহার করিতে তাহার গলায় একটী মাছের কাঁটা ফুটিল। কাঁটা ফোটায় অসহ্য যন্ত্রণা ও শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হওয়ায় তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকিয়া আনা হইল। এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, এই অবস্থার সদৃশ ঔষধ কি? আমরা বলি যে যদিও ঠিক এই অবস্থার সদৃশ ঔষধ নাই বটে, কিন্তু কাঁটা বিদ্ধ হওয়া বশতঃ বেদনা ও প্রদাহের সদৃশ ঔষধ যথেষ্ট আছে। যতক্ষণ কাঁটাটী বাহির করিয়া না ফেলা যায়, ততক্ষণ ঐ সদৃশ ঔষধে কোনও ফল দর্শিবে না। বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ ঐ ফল বৃন্তে সংলগ্ন থাকিবে ততক্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণে উহাকে পাতিত করিতে পারিবে না। আকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া প্রকাশিত ও কার্য্যে পরিণত হইতে হইলে, ফলটী বৃন্তচ্যুত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ যে স্থানীয় বাধা আছে তাহা দূরীভূত হওয়া চাই। ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। যতক্ষণ

স্থান হইতে কাঁটাটী বাহির করিয়া না ফেলা হয়, ততক্ষণ ঔষধের ক্রিয়া কখন প্রকাশিত হইতে পারিবে না। যেমন ফলের সময় পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া কার্য্যে প্রকাশিত হইতে গেলে ফলটী বৃন্তচ্যুত হওয়া চাই, তদ্রূপ এই রোগের সম্বন্ধে ঐ কাঁটাটী তুলিয়া ফেলা চাই, তবে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে।

আরও একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একটী লোক রেলওয়ে গাড়ীতে চাপা পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিযাছে ও কাটিয়াছে, অস্থি ভগ্ন, মাংসপেশী কর্ত্তিত, ধমনী সকল ছিন্ন এবং সন্ধিস্থলে অস্থিসংযোগ স্থানচ্যুত হইযাছে। এরূপ স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে বিশেষ উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ঔষধ প্রযোগ ব্যতীত একপ স্থলে অন্যান্য অনেক প্রক্রিযার প্রযোজন। ভগ্ন অস্থি সকল স্বস্থানে পুনরায় অবস্থাপিত, সন্ধিচ্যুত অস্থি সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত, ক্ষত মুখ সংযুক্ত এবং ছিন্ন ধমনী সকল আবদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে হোমিওপ্যাথি তখন স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয।

একটী রোগীর মূত্রাধারে প্রদাহ হইয়াছে। চিকিৎসক তাহাকে ক্যান্থারিস্ ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ রোগের সম্পূর্ণ সদৃশ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার দর্শিল না। আরও অধিকতর মনোযোগপূর্ব্বক পরীক্ষা করায় দেখা গেল যে, তাহার পাথরি হইয়াছে। এই পাথরি থাকা হেতু তাহার মূত্রাধারের প্রদাহ উপস্থিত হইযাছে। এইরূপ স্থানীয় বাধা উপস্থিত থাকা হেতু ঔষধের ক্রিয়া হইতে পারে নাই। পরিশেষে অস্ত্রাদির সাহায্য লইযা পাথরি বাহির করিয়া

ফেলায রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এই স্থলে ক্যাম্ফারিসে উপকার না হওযায হোমিওপ্যাথির নিন্দা বা অকৃতকার্য্যতার বিষয কিছুই নাই, কারণ যদ্যপি ঐরূপ একটা বাধা না থাকিত তাহা হইলে ক্যাম্ফারিসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া যাইত।

এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত উদাহরণগুলি অস্ত্রচিকিৎসান্তর্গত। অস্ত্র-চিকিৎসান্তর্গত হইলেও, ইহা চিকিৎসক মাত্রেরই অবগত থাকা একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা জানেন যে, হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিতে হইলে এই সমস্ত কিছুই শিক্ষা করিতে হয না, তাঁহারা ভ্রান্ত। মলকাঠিন্যে পিচকারি করা, বিষ ভক্ষণে তাহা ষ্টমাক পাম্প্ দ্বারা তুলিযা ফেলা, অস্থি ভঙ্গ হইলে তাহাতে স্প্লিণ্ট্ বান্ধিযা ঠিক করা, ইত্যাদি বিষয অবগত থাকা চিকিৎসক মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই সমস্ত স্থলে এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি নাই।

এই সমস্ত অবস্থা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বহির্ভূত। এই সকল অবস্থার সংখ্যা অতি অল্প হইলেও ইহার সাংঘাতিকতা এত বেশী যে, এতৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা সকলেরই আবশ্যক।

——:(•):——

হোমিওপ্যাথি মতে

রোগারোগ্যের সংখ্যা গণনা।

(ডাক্তার উইলিয়াম্ হেন্‌রি ওয়াট্‌স, এম্, আর্, সি, এস্
কর্তৃক সংগৃহীত)

হোমিওপ্যাথির উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি উভয় মতের চিকিৎসায় কোন রোগের কত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং কত লোকই বা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি। উভয়ের সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসার উৎকৃষ্টতা অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা হোমিওপ্যাথির নিন্দা ভিন্ন সুখ্যাতি করিতে অনিচ্ছুক, এরূপ ব্যক্তি দ্বারাই নিম্নলিখিত সংখ্যা গণিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত তালিকা এলোপ্যাথিক চিকিৎসক দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দ্বারা নহে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের গণনা হইতে হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে সকলের নিকটেই যে ইহা নিঃসন্দেহ হইবে তাহার আর ভুল নাই।

নিম্ন লিখিত সংখ্যা অক্সফোর্ড নগরস্থ ম্যাগডালেন কলেজের প্রোভষ্ট ডাক্তার রুথ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে :—

হোমিওপ্যাথিক মতে
শতকরা মৃত্যু সংখ্যা।

ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ (Pneumonia)	৫.৭
প্লুরাইটিস্ (Pleuritis)	০

পেরিটোনাইটিস্ (Peritonitis)	৪
রক্তামাশায় (Dysentery)	৩
সমস্ত রোগ	৪. ৪

এলোপ্যাথিক মতে
শতকরা মৃত্যু সংখ্যা।

ফুস্ফুস-প্রদাহ (Pneumonia)	২৪
প্লুরাইটিস্ (Pleuritis) . .	১৩
পেরিটোনাইটিস্ (Peritonitis)	১৩
রক্তামাশায় (Dysentery)	২২
সমস্ত রোগ	১০৫

উপরি উক্ত এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আবার লিখিয়াছেন :—

ফুসফুসাবরক ঝিল্লি-প্রদাহ (Pleurisy) সম্বন্ধে,

	রোগী গৃহীত	মৃত	শতকরা মৃত্যুসংখ্যা
এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে—	১০১৭	১৩৪	১৩
হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে—	৩৮৬	১২	৩

পেরিটোনাইটিস (Peritonitis) সম্বন্ধে,

এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে—	৬২৮	৮৪	১৩
হোমিওপ্যাথিক ঐ	১৮৪	৮	৪

রক্তামাশায় (Dysentery) সম্বন্ধে,

এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে—	১৬২	৩৭	২২
হোমিওপ্যাথিক ঐ	১৭৫	৬	৩

জ্বর (টাইফস্ ছাড়া) সম্বন্ধে,

এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে—	১৬১৭	১৩১	৯
হোমিওপ্যাথিক ঐ	৩০৬২	৮৪	২

টাইফস্ জ্বর সম্বন্ধে,

এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে—	৯৩৭১	১৫০৯	১৬
হোমিওপ্যাথিক ঐ	১৪২৩	২১৯	১৪

ডবলিন কোয়াটার্লি জর্ণাল অভ মেডিসিনের সম্পাদক ডাক্তার ওযাইল্ড তাঁহার এক খানি পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেন্টের আদেশে কাউন্ট কোলোরাট (এক জন প্রধান রাজ কর্ম্মচারী) ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে যে আইনে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা প্রণালী প্রচলন রুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই আইন উঠাইযা দেন, কারণ সেই বৎসর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে তিনি ভিয়েনা নগরস্থ হাঁসপাতাল পরিদর্শনার্থ যে দুইজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার নিকট রিপোর্ট দেন যে, এলোপ্যাথি মতে ওলাউঠা চিকিৎসায় শতকরা ৭০ জন ও হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় শতকরা ৩৩ জন মাত্র মরিয়াছে।

১৮৪৭ সালে ফরাসি গবর্ণমেন্টের আদেশে পারিস নগরস্থ হাসপাতালের অধ্যক্ষগণ দুইটি এলোপ্যাথিক হাসপাতালে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসার ফলাফল পরীক্ষার্থ ১০০টি শয্যা পৃথক থাকি রাখিয়াছিলেন। হানিমান প্রবর্ত্তিত মতাবলম্বী ডাক্তার টেসিয়ারের উপর হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্ডের ভার দেওয়া হয়। ডাক্তার ভ্যালে ও ডাক্তার ম্যারটি এলোপ্যাথিক ওয়ার্ডের

ভার প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক রোগের উভয় মতের চিকিৎসায় যে ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহা ঐ অধ্যক্ষগণের রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশিত হয়ঃ—

"১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫১, এই তিন বৎসরে হোমিওপ্যাথিক ডিপার্টমেণ্টে ৪৬৬৩ জন রোগীর মধ্যে ৩৯৯ জন মরে—শতকরা মৃত্যু সংখ্যা ৮ জন মাত্র। ঐ তিন বৎসরে এলোপ্যাথিক ডিপার্টমেণ্টে ৩৭২৪ জন রোগীর মধ্যে ৪১১ জন মরে—শতকরা মৃত্যু সংখ্যা ১১ জন,

উভয়ের তুলনায় হোমিওপ্যাথির পক্ষে শতকরা মৃত্যু সংখ্যা তিন জন করিয়া কম।'

ঐ অধ্যক্ষ গণের রিপোর্টে, আরও প্রকাশিত হয় যে,

"১। হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় গড় পড়তা রোগের ভোগ ২৩ দিন, এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসায় ২৯ দিন।

২। এলোপ্যাথিক ডিপার্টমেণ্টের জন্য ঔষধের ব্যয় ২৩৫২২ ফ্রাঙ্ক (ফ্রাঙ্ক ফরাসি দেশীয় মুদ্রা বিশেষ), হোমিওপ্যাথিক ডিপার্টমেণ্টের জন্য ২০০ হইতে ৩০০ ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ এক শত গুণ অল্প।"

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সংখ্যা গণনাসম্বন্ধে ১৮৫৬ সালে ২১শে মে তারিখে হাউস্ অভ কমনস্ যে রিপোর্ট প্রকাশ করিতে আদেশ দেন তাহা অতি আশ্চর্য্য। ঐ রিপোর্টে উভয় মতে ওলাউঠা রোগ চিকিৎসার গণনার উল্লেখ আছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, স্বাস্থ্যসমিতির পরিদর্শক ডাক্তার ম্যাক্লকলিনকে ১৮৫৪ সালে সমস্ত হাসপাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। তিনি এইরূপ রিপোর্ট দেনঃ—

	হোমিওপ্যাথির শতকরা মৃত্যুসংখ্যা	এলোপ্যাথির শতকরা মৃত্যুসংখ্যা
ওলাউঠা রোগে—	১৬.৪	৫৯৫

এই রিপোর্টের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আমোদের বিষয় এই যে, ডাক্তার পারিস (President of the Royal College of Physicians) এবং মেডিকাল কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসার প্রাধান্য অবলোকনে অতিশয় ভীত হইয়া একটি হোমিওপ্যাথি হাঁসপাতালের গণনা সংখ্যা প্রকাশ না করিয়া লুকাইয়া রাখেন। সেই হাঁসপাতালের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি লর্ডএবিউরি এই সংবাদ পাইয়া লুক্কায়িত কাগজ পত্রের তলব করিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার আদেশে উপরি উক্ত লুক্কায়িত সংখ্যা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ সেই ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথির মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১৬৪ জন এবং এলো-প্যাথির মৃত্যু সংখ্যা ৫৯২ জন নিরূপিত হইয়াছিল।

ডাক্তার কথ হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয় তাঁহার একখানি পুস্তকে হোমিওপ্যাথির সপক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণ দিয়াছেনঃ—

ভিয়েনা, লিপজিগ, লিনৃজ, লণ্ডন, এডিনবর্গ, লিভারপুল ও গ্লাসগো হাঁসপাতাল সমূহে

	রোগী সর্ব্বসমেত।	মৃত্যুসংখ্যা।	শতকরা মৃত্যুসংখ্যা।
এলোপ্যাথিক	১১৯৬৩০	১১৭৯১	১০৫
হোমিওপ্যাথিক	৩২৬৫৫	১৩৬৫	৪'৪

হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসা প্রণালী নিম্নলিখিত দেশে ও সময়ে আইনানুযায়ী প্রচলিত হয়,—বোহেমিয়ায় ১৮২১ সালে; আমেরিকায় ১৮২৫ সালে; রুসিয়ায় ১৮৩৩ সালে;

অষ্ট্রিয়ায় ১৮৩৭ সালে; প্রুসিয়ায় ১৮৪৩ সালে এবং ইংলণ্ডে ১৮৫৮ সালে।

মিচিগ্যানে গবর্ণমেণ্টের জেল সমূহে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথির ফলাফল তুলনা করিয়া কোনটি উৎকৃষ্ট; অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক তাহা পরীক্ষা করা হয়। মিচিগ্যান ষ্টেট জেলের ইন্‌স্পেক্টরদিগের ১৮৮২ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত তালিকা উদ্ধৃত করা গেলঃ—

১৮৬০, ১৮৬১ ও ১৮৬২ তিন বৎসরে হোমিওপ্যাথির ফলাফল।

কয়েদী	মৃত্যুসংখ্যা	কতদিনের পরিশ্রম নষ্ট	ঔষধের ব্যয়
৪৩৫	৩১	২৩,০০০	৫০৩৪ টাকা

১৮৬০, ১৮৬১ ও ১৮৬২ তিন বৎসরে হোমিওপ্যাথির ফলাফল।

কয়েদী	মৃত্যুসংখ্যা	কতদিনের পরিশ্রম নষ্ট	ঔষধের ব্যয়
৫৪৪	২০	১০০০০	১৫০০ টাকা

উপরি লিখিত তালিকা হইতে তিন বিষয়েই হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট সপ্রমাণিত হইতেছে। জেলে যত দিবস কয়েদী সকল সুস্থ থাকিয়া পরিশ্রম করিতে পারে ততই গবর্ণমেণ্টের লাভ এবং যত দিবস রোগে ভুগিয়া পরিশ্রমে অক্ষম থাকে ততই গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি। উপরি প্রদত্ত তালিকায় হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসায় মৃত্যু সংখ্যা, রোগের ভোগ এবং ঔষধের ব্যয় তিনই খুব অল্প দেখা যাইতেছে।

সেণ্ট লুই নগরের দুইটি সেনা-রোগী-নিবাস দুই মতের দুইজন চিকিৎসকের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হয়। হোমিও-প্যাথিক হাসপাতালে ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন এবং এলোপ্যাথিক হাসপাতালে ডাক্তার প্যাডক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে গবর্ণ-

মেষ্টের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহাতে উভয় মতের চিকিৎসার ফলাফল এইরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল :—

হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল।

	রোগী	আরোগ্য	মৃত্যু	চিকিৎসাধীন ছিল।
টাইফইড জ্বর ...	৩৯	৩৫	২	২
নিউমোনিয়া ...	১৩	১৩	...	...
উদরাময় ...	৯৫	৯২	...	৩
রক্তামাশায় ..	৩২	২৭	...	৫
মোট ...	১৭৯	১৬৭	২	১০
অন্যান্য রোগসমূহ	৬৫৪	৬৪৬	৩	৫
সমগ্র মোট ...	৮৩৩	৮০৩	৫	১৫

এলোপ্যাথিক হাঁসপাতাল।

	রোগী।	আরোগ্য।	মৃত্যু।	চিকিৎসাধীন।
টাইফাইড জ্বর...	১০	২	৭	১
নিউমোনিয়া ..	২৩	১০	১২	১
উদরাময় ..	১০৬	৭১	২৩	১২
রক্তামাশয় ...	৩০	৭	২১	২
মোট ..	১৬৭	৯০	৬৩	১৬
অন্যান্য রোগসমূহ	৮২১	৬৪১	৫৭	১২৩
সমগ্র মোট ...	৯৯০	৭৩১	১২০	১৩৯

এই তালিকা হইতে সুন্দর পরিলক্ষিত হইতেছে যে, ঐ

চারিপ্রকার রোগে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে মৃত্যু সংখ্যা শত-করা ১১ এবং এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে মৃত্যু সংখ্যা ৩৭.২।

কানাস নগরস্থ ইউনাইটেড ষ্টেটের সেনা-রোগী-নিবাসে ডাক্তার জে, থর্ণ ১৮৬১ হইতে ১৮৬৩ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত রোগ সমূহের চিকিৎসা করিয়াছিলেন :—

	রোগী	আরোগ্য	মৃত্যু
টাইফইড জ্বর	৩২৫	৩২০	৫
প্লুরিসি	১০৮	১০৭	১
নিউমোনিয়া	১৯৪	১৯১	৩
মোট	৬২৭	৬১৮	৯

গড়পড়তা শতকরা মৃত্যু সংখ্যা ১১ জন।

আমরা যথার্থ তালিকা ও সংখ্যা দ্বারা হোমিওপ্যাথি মতে রোগারোগ্যের যে গণনা দেখাইলাম তাহা দেখিয়া ইহার শ্রেষ্ঠতা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। এই সকল গণনা গোপনে গোপনে স্বার্থপর পক্ষপাতী চিকিৎসক কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই,—হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথির ফলাফল তুলনা করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য প্রকাশ্য হাঁসপাতালে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহা গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে কোন কথা বলিবার নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা ভ্রমান্ধ হইয়া হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে তর্কাদি উপস্থিত করিয়া থাকেন তাঁহাদের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। হোমিওপ্যাথি মতদ্বেষী এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণকে এই প্রবন্ধটী স্থির-চিত্তে পাঠ করিতে আমরা সানুনয় অনুরোধ করি।